কথামালা

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রণীত।

রেফারেন্স (আকর) এইস্ত
চতুর্থ কর্ণিংশ সংকলন।

কলিকাতা

সংস্কৃত জন্য।

সংবৎ ১৯৪১।

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
NO. 148, BARNASI GHOSH’S STREET, JOHANNESB.
1885.
<table>
<thead>
<tr>
<th>শ্রীচী</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বায় ও বক</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>খোঁজকাল ও ময়ূরপূজ্জ</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>শিকারি কুকুর</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>অহ ও অর্পণ</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>সর্প ও কৃষক</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>কুকুর ও প্রতিবিধিত্ব</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্যায়ু ও মেবারক</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>যাজ্ঞি ও মধুর কলসী</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>সিংহ ও কুটুর</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>কুকুর, কুকুট ও শূঁগাল</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্যায়ু ও প্রাঙ্গণ কুকুর</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>খরগন ও কচ্ছাপ</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>কচ্ছাপ ও গলাল পাকী</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>রাধাকৃষ্ণ ও ব্যায়ু</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>শূঁগাল ও কৃষক</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>কাক ও মলের কলসী</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>একচ্ছায় হরিশ</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>উদ্দর ও অন্য অন্য অবয়ব</td>
<td>28</td>
</tr>
</tbody>
</table>
স্থান

কুই পাথিক ও ভালুক...... 34
বিংশ, গর্দভ, ও শূন্যলের শিকার...... 36
বরগণ ও শিকারি কুকুর...... 37
কৃষক ও কৃষকের পুজগণ্ধ...... 37
মেজেডে মাই ও মেজের পাল...... 38
লালুম্বীন শুগাল...... 40
মূর্তা নারী ও চিকিত্সক...... 41
শাবকগণ ও শেরগণ...... 44
কৃষক ও সারস...... 45
বৃষ্টি ও ভাইসার পুজগণ্ধ...... 47
অথ ও অবাস্বাদি...... 48
মেজেডে মাই ও মেজে...... 49
কুকুর মাধুরী মনুষ্য...... 50
পাথিকগণ ও বটব্যক্ত...... 51
কুচ্ছর ও জলমেরজ...... 52
সিংহ ও অন্য অন্য জলের শিকার...... 55
কুকুর ও অজগর...... 56
মৃদ্ধ ও মশক...... 57
বৃষ্টি ও কাংলান্দ পাল...... 58
রেলি ও চিকিত্সক...... 58
প্রকৃতির পরামর্শ...... 59
<table>
<thead>
<tr>
<th>শ্রুতি</th>
<th>পৃষ্ঠ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বালকগণ ও নেকলমৃদু</td>
<td>১১</td>
</tr>
<tr>
<td>বান্ধ ও ছাগল</td>
<td>১২</td>
</tr>
<tr>
<td>গর্দু, কুকুরে ও সিংহ</td>
<td>১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>আন্ধ ও গর্দু</td>
<td>১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>সিংহ ও নেকড়ে বান্ধ</td>
<td>১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বৃষ্টি সিংহ</td>
<td>১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>মেবপালক ও নেকড়ে বান্ধ</td>
<td>১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>পিণ্ডলিতা ও পারাবত</td>
<td>১৮</td>
</tr>
<tr>
<td>কাক ও শূগাল</td>
<td>১৯</td>
</tr>
<tr>
<td>সিংহ ও কৃষক</td>
<td>২০</td>
</tr>
<tr>
<td>জলমগ্ন বান্ধ</td>
<td>২১</td>
</tr>
<tr>
<td>পিকারি ও কাঠারিয়া</td>
<td>২২</td>
</tr>
<tr>
<td>বান্ধ ও মৎস্যঘোড়ী</td>
<td>২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>আন্ধ ও বৃষ্টি কৃষক</td>
<td>২৪</td>
</tr>
</tbody>
</table>
বিজ্ঞাপন

ঋণা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে, গ্রীসদেশে যুগে নাম এক পাঠ্য ছিলেন। তিনি, কর্মক্ষেত্র নিত্যগুলি গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চরিক্ষুরপীঠীর করিয়া। গিরাইছেন। ঐ সকল গল্প ইতিহাসে প্রতীক নাম। যুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং যুরোপের সর্ব প্রদেশেই, অর্থাৎ, আদির পূর্বকথ, গঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে, বিলাপ কৌতুক ক্ষেত্র, এবং আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রলাভ হয়।

এই নিবন্ধে, শিক্ষকর্মীর্য শ্রীযুত উইলিয়াম বার্নে ইংরেজ মহা-দেবের অভিপ্রায় অনুসারে, আধি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রতীক হই। কিন্তু, এ আদেশের পাঠকর্তার পকে, সকল গল্পগুলি তাহার মনোহর বোধ হইবেক না; এমন, ৬৮টি মাত্র, আপনকিছু, অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুক্ত রেনেরেঢ়ে টাইমস জর্নাল, ইস্টপ্রেসের গল্পের ইতিহাসে ভাষায় অনুবাদ করিয়া, যে পৃষ্ঠক প্রচারিত করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পৃষ্ঠক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীলোচনচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা। সংক্ষেত কলেজ।

’’ইক’’ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯১২।
সপ্তত্রিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, অখ্য ও অখ্যাল, রুচি নারী ও চিকিৎসক, কুকুরদক্ষ মহুষ্য, পশিকবণ ও বটনক, কুঠার ও জলদেবতা, হংধী রুচি ও যম, এই ছয়টি গল্প ছুটন অনহবাদিত ও সম্বিবেশিত হইরাছে। এক্ষণে, সমুদয় গল্পের সংখ্যা ৭৪টি হইল। পুস্তকের আঞ্চলপাত, সাবিশেষ যত্ন সহকারে, সংশোধিত হইরাছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯৩৯।
একদা, এক বাসের গলার হাড় ফুটিয়াছিল। বাস বিন্দুর চেষ্টা। পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যেকারা অল্প হইয়া চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে অস্ত্রকে সমুদ্রে দেখে, তাহাকেই বলে, তাই হে! যদি তুমি, আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিবা দাও, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিক্ষণ পুরস্কার দিই, এবং, চিত্র কালের জগত, তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোনও জন্ম সম্ভবত হইল না।

অবশেষে, এক বক, পুরস্কারের লোতে, সমভূত হইল, এবং, বাসের মুখের ভিতর, আপন লম্বা চোট প্রেরণ করাইয়া দিয়া, অনেক বছর, ঐ হাড় বাহির করিবা আমিল। বাস মূঢ় হইল। বক পুরস্কারের কথা উপালিত করিল।
১০ কথাবাণী।

ষাতঃ, নে, ঢাঁত কড়ড়ড় ও চন্দ্র রক্তবর্ণ করিয়া, কহিল, অনে নির্দেশ। তুই বাস্তের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলি। তুই যে নির্দেশে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গা করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতে-ছিল। যদি বাঁচিয়া সাধ থাকে, আমার সমুদ্র হইতে বা; নতুন, এখনই তোর ঘাড় তাজিয়া। রক শুনিয়া, হতবৃদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রশ্নান করিল।

অন্যতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়।

ঢাঁড়কাক ও ময়ূরপুঞ্জ

এক স্থানে, কতক গুলি ময়ূরপুঞ্জ পড়িয়া ছিল। এক ঢাঁড়কাক, দেখিয়া, মনে মনে বিচেচনা করিল, যদি আমি এই ময়ূরপুঞ্জ গুলি আপন পাখায় বসাইয়া দি, তাহা হইলে, আমিই ময়ূর-রের মত শুভ্রী হইব। এই ভাবিয়া, ঢাঁড়কাক ময়ূরপুঞ্জ গুলি আপন পাখায় বসাইয়া দিল, এবং, ঢাঁড়কাকের নিকটে গিয়া, তোরা অক্ষিণ
নীচ ও অতি বিশী, আর আমি তোমার সঙ্গে ধাকিব না; এই বলিয়া, গালাগালি দিয়া, মন্দরের দলে মিলিতে গেল।

মন্দরগণ, সেখান মায়, তাহাকে দাঁড়াকাক বলিয়া বুখিতে পারিল; সকলে মিলিয়া, তাহার পাখা হইল, একটি একটি করিয়া, মন্দরগুলি গুলি তুলিয়া লইল; এবং, তাহাকে নিভাইত অপদার্থ স্বর করিয়া, এত ঠাকরাইতে আরসের করিল যে, দাঁড়াকাক, আলার অধিক হইল, পালায়ন করিল। অনন্তে, তোহার আপন গলে মিলিতে গেল। তখন, দাঁড়াকাকের উপহাস করিয়া কহিল, অরে নির্বাচী! তুই মন্দরগুলি পাইয়া, অহোকে মত হইল, আমাদিগকে মুখের করিয়া ও গালাগালি দিয়া, মন্দরের দলে মিলিতে গিয়াছিল; সেখানে অপদার্থ হইল, আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিল। তুই অতি নির্বাচন হইল। এই রূপে, যথাস্থান টিরকার করিয়া, তাহার সেই নির্বাচন দাঁড়াকাকে তাড়িত দিল।

যাহার ভে জ্ঞান, সে যদি তাহাকেই সজ্জা থাকে, তাহার জ্ঞানে, তাহাকে কাহারও নিকট অপদাত্ত ও অবশ্যই ঝামের হয় না।
শিকারী কুকুর

এক ব্যক্তির একটি অতি উত্তম শিকারী কুকুর ছিল। তিনি যখন শিকার করিতে যাইতেন, কুকুরটি সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুরের বিলকুণ্ড বল ছিল; শিকারীর সময়, কোনও জন্মকে দেখাইয়া দিলে, সে সেই জন্মের ঘাড়ে এমন কামড়াইয়া ধরিত যে, তুহু আর পলাইতে পারিত না। যত দিন তাহার শরীরে বল ছিল, সে, এই রূপে, আপন প্রভুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

কালক্রমে, ঐ কুকুর, রক্ত হইয়া, অতিশয় হারাল হইয়া পড়িল। এই সময়ে, তাহার প্রভু, এক দিন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, শিকার করিতে গেলেন। এক শূকর, তাহার সম্বুক হইতে, দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। শিকারী ব্যক্তি ইকিত করিবার মাত্র, কুকুর, প্রাপণে দৌড়িয়া গিয়া, শূকরের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু, পূর্বের, মত বল ছিল না, এজন্য, ধরিয়া রাখিতে পারিল না; শূকর অনাসানে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

শিকারী ব্যক্তি, কোথে অন্য হইয়া, কুকুরকে তিরিক্ষা ও এহার করিতে আরাম করিলেন।
তখন কুকুর কহিল, যহারাই! বিনা অপরাধে, আমায় তিরস্কার ও প্রহার করেন কেন। মনে করিয়া। দেখুন, যত দিন আমার বল ছিল, প্রাণ-পণে, আপনকার কত উপকার করিয়াছিল। এক্ষণে, রুদ্ধ হইয়া, নিতান্ত হর্বল ও অক্ষর হইয়। পড়িয়াছি বলিয়া, তিরস্কার ও প্রহার করা উচিত নহে।

অখ ও অখপাল

রীতিমত আহার পাইলে, এবং শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দিত হইলে, অষ্টগণ বিলক্ষণ বলরাম হয়, এবং দুঃখী ও চিক্ষণ দেখায়। কিন্তু, রীতি-মত আহার না দিলে, মার্জন ও মর্দনে কোনও কল হয় না। কোনও অখপাল, প্রত্যহ, অশ্বের আহারের বিষয়ের কিংবা অংশ বেচিয়া, বিলক্ষণ লাত্ত করিত। অখ, রীতিমত আহার না পাইয়া, দিন দিন হর্বল হইতে লাগিল। দুষ্ট অখপাল, লাতের লোভে, অশ্বের আহারের প্রত্যহ মুহুরি করিত, বটে; কিন্তু, মার্জন ও মর্দন বিষয়ে,
কথামালা।

কুকুর ও প্রতিবিয় প্রতিবিয়।

এক কুকুর, মাংসের এক খণ্ড মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্গল জলে, তাহার যে প্রতিবিয় পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিয়কে অষ্ট কুকুর স্বর্ণ করিয়া, সে মনে মনে বিবেচনাকরিল, এই কুকুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে, কাড়িয়া নাই; তাহা হইলে, আমার হই খণ্ড মাংস হইবেক।

এইরূপ লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্মৃত করিয়া, কুকুর যেমন অলাক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল, অমনি, উহার মুখশিত মাংসখণ্ড, জলে পড়িয়া, প্রেতে তাসিরা গেল। তখন সে, হতরুদ্ধি হইয়া, কিরৎ করণ, স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর, এই বলিতে বলিতে, নদী পার হইয়া চলিয়া গেল, বাহারা, লোভের বশীভূত হইয়া, কম্পিত লাহের প্রতিষ্ঠান, ধাবনান হয়, তাহাদের এই লাহাই ঘটে।
কথামালা।

ব্যাত্র ও মেশশাবক

এক 'ব্যাত্র', পর্বতের ঝরনায় জলপান করিতে করিতে, দেখিয়ে পাইল, কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেশশাবক জলপান করিতেছে। সে, দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, এই মেশশাবকের প্রাণসংহার করিয়া, আজকার আহার সম্পন্ন করি; কিন্তু, বিনা দোষে, এক জনের প্রাণবধ করা ভাল দেখায় না; অতএব, একটা দোষ দেখাইয়া, অপরাধী করিয়া, উঠার প্রাণবধ করিব।

এই স্থির করিয়া, ব্যাত্র, সত্বর গমনে, মেশশাবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, অরে হ্রাস্যন! তোর এত বড়ো আস্পদ্ধ, যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল ঘোলা করিতেছিস। মেশশাবক, শুনিয়া, তোর কাপিতে কাপিতে কহিল, সে কি মহাশয়! আমি, কেমন করিয়া, আপনকার পান করিবার জল ঘোলা করিলাম। আমি নীচে জলপান করিতেছি, আপনি উপরে জলপান করিতেছেন। নীচের জল ঘোলা করিলেও, উপরের জল ঘোলা চাইতে পারে না।
কথামালা

গাছ কাহিন, সে বাহা হউক, হুই, এক বৎসর পূর্বে, আমার অনেক নিষ্ঠা করিয়াছিল; আজ তোমে তাহার সমৃদ্ধি প্রতিকল দিব। মেধ-শাবক কাপিতে কাপিতে কাহিন, আপনি অক্ষয় আজ করিতেছেন; এক বৎসর পূর্বে, আমার অক্ষয় হয় নাই; সূত্রাং, তৎকালে আমি আপন-কার নিষ্ঠা করিয়াছি, ইহা কি রূপে সত্ত্ববিদে পারে। গাছ কাহিন, হই সত্য বন্টে; সে তুই বহিস, তোর বাপ আমার নিষ্ঠা করিয়াছিল। তুই কর, আর তোর বাপ করুক, একই কথা; আর আমি তোর কোনও বোঝ শুনিতে চাহি না। এই বলিয়া, গাছ ঐ অসহায়, খুব মেধ-শাবকের প্রাণসংহার করিল।

হৃদয়ের ছলের অসহায নাই।
আমি অপরাধী নহি, বা একুন করা অসহায়, ইহা কহিয়া, একবল ব্যক্তির অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

মাচি ও মধুর কলসী

এক দোকানে মধুর কলসী উলটিরা পড়িয়াছিল। ভাঙ্গাতে চারি দিকে মধু ছড়াইয়া যায়। মধুর
গন্ধ পাইলা, বাঁকে বাঁকে, মাছি আলিয়া। সেই মধু খাইতে লাগিল। যত ক্ষণ এক কোটা মধু পড়িয়া রহিল, তাহারা ঐ স্থান হইতে নড়িল না। অর্থিক ক্ষণ তথায় থাকাতে, ক্ষে ক্ষে, সমুদয় মাছির পা মধুতে জড়াইয়। গেল; মাছি সকল আর, কোনও মতে, উড়িতে পারিল না; এবং, আর যে উড়িয়া যাইতে পারিবেক, তাহারও প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা, আপনাদিগকে ধিকার দিয়া, আঘাত করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা কি নির্বাচ; ক্ষণিক স্থ Belgian জন্যে, প্রাণ হারাইলাম।

সিংহ ও ইঁদুর

এক সিংহ, পর্বতের গুহায়, নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবার, একটা ইঁদুর, সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে, সিংহের নাসারদ্ধে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, সিংহের নির্ভাবঙ্গ হইল। পরে, ইঁদুর নিজস্ব হইলে, সিংহ, ঈষৎ কুপিত "হইলা, নখরের গুহার দ্বারা, তাহার প্রাণ সংহারে।
২০
কথামালা।

উদয়ত হইল। ইংহর, প্রণভরে কাঁভর হইত।
বিনয় করিত, কহিল, মহারাজ। আমি বা
জানিয়া। অপরাধ করিয়াছি, কথা করিত, আমায়
প্রণদান করুন। আপনি সমস্ত পশ্চর রাজা;
আমার মত কুত্ত পশ্চর প্রাথম্ব করিলে,
আপনকার কলক আছে। সিংহ শুনিয়া। ঈশ্বর
হাঙ্গ করিত, এবং, দযাকরিত, ইংহরকে
হাঙ্গ দিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, সিংহ। ঈশ্বরতঃ
ব্রহ্ম করিতে করিতে, এক শিকারের জালে
পড়িল; বিন্দুর চেটা পাইল, কিছুইতে জাল
হাঙ্গইতে পারিল না। পরিশেষে, প্রণরক্ষা
বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, সে এমন ভয়ঙ্কর
গজর্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য কমিত
হইয়া উঠিল।

সিংহ, ঈশ্বরপুরে, যে ইংহরের প্রণরক্ষা
করিতাছিল, সে ঐ স্থানের অনভিন্নে বস
করিত। এক্ষণে সে, পূর্ব প্রণদাতার স্বর
চিনিতে পারিত, সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত
হইল, তাছার এই বিপদ দেখিয়া, কথা মাত্র
বিলয় না। করিত, জাল কাটিতে আমর্কত করিল,
এবং, অপ্প করের মধ্যেই, সিংহকে বক্তু হইতে যুক্ত করিয়া দিল।

কাহারও উপর মরাধনকাপ করিলে, তাহ আর নিষিদ্ধ হয় না।

যে বস কৃষ্ণ আপি হতে না কেন, উপকৃত হইলে, কথনে না কথনে, এক্ষণেকার করিতে পারে। বাসবকৃষ্ণ হিংসা পলায়ন

কুকুর, কুকুট, ও শূরার পরিপূর্ণ সংখ্য।

এক কুকুর ও এক কুকুট, উভয়ের অতিশয় প্রশংস ছিল। এক দিন, উভয়ে মিলিয়া বেড়াইতে

গেল। এক অরণ্যের মধ্যে রাত্রি উপনিষত

রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত, কুকুট এক

রক্ষার শাখায় আরোহণ করিল, কুকুর সেই

রক্ষার তলে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইল ১। কুকুটদের ঘড়াব এই,

প্রভাত কালে উচ্ছদিত রে ডাকিয়া থাকে। কুকুট

শব্দ করিবা মাত্র, এক শূরাল, শুনিতে পাইয়া,

মনে মনে স্বীর করিল, কোনও সূচনা করিয়া, আজ,

এই কুকুটের গোল নষ্ট করিয়া, মাংসতুষ্পণ
কথাবাণী।

করিব। এই স্ত্রী করিয়া, সেই রুক্ষের নিকটে গিয়া, ধূর্ত শৃঙ্গাল কুকুরকে সমাধিপ্রাপ্ত কহিল; তাহ! তুমি কি সৎ পক্ষী; সকলের কেমন উপকারক। আমি, তোমার বর শুনিতে পাইয়া, প্রফুল্ল হইয়া আসিয়াছি। একথে, রুক্ষের শাখা হইতে নামিয়া আইস; হৃদয়ে বিলিয়া, খামিক, আমোদ আহ্লাদ করি।

কুকুর, শৃঙ্গালের ধূর্ততা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ঐ ধূর্ততার প্রতিকূল প্রিয় নিবিত, কহিল, তাহি শৃঙ্গাল! তুমি, রুক্ষের তলে আসিয়া, খামিক অপরক্ষ কর, আমি নামিয়া পাইতেছি। শৃঙ্গাল শুনিয়া, হৃদয় চিতে, যেমন রুক্ষের তলে আসিল, অমনি কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং, দস্তাহাতে ও নখরা প্রহারে, তাহার সর্ব শরীর বিদ্রীঢ় করিয়া, প্রাণসংহার করিল।

পরের মন্দচেতো কাংস পাতিলে, আপনাকেই সেই কাংসে পড়িতে হয়।
ব্যাত্র ও পালিত কুকুর

এক খুলকার পালিত কুকুরের সহিত, এক কুধার্ক শীর্ষক ব্যাত্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর, ব্যাত্র কুকুরকে কহিল, তাহ ভাই ! জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি, কেমন করিয়া, এখন সবল ও খুলকায় হইলে। প্রতি দিন কিরূপ আহার কর, এবং, কি রূপেই বা, প্রতিদিনের আহার পাও। আমি, অহোরাত্র, আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও, উদর পূরিয়া, আহার করিতে পাই না; কোনও কোনও দিন, উপবাসীও ধারিতে হয়। এইরূপ আহারের করে, এখন শীর্ষ ও চুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

কুকুর কহিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাহ করিতে পার, আমার মত আহার পাও। ব্যাত্র কহিল, সত্য না কি; আচ্ছা, ভাই ! তোমায় কি করিতে হয়, বল। কুকুর কহিল, আর কিছুই নয়; রাত্রিতে, প্রভুর বাঠীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই মাত্র। ব্যাত্র কহিল, আমিই করিতে সম্মত আছি। আমি, আহারের চেষ্টায়, বলে ধনে জর্জর করিয়া, রৌদ্রে ও রূক্তিতে, অতিশয়
কেন পাই। আর এ ক্রেশ সহ হয় না। বদি, রৌদ্র ও রুক্ষের সময়, সৃষ্টির মধ্যে থাকিতে পাই, এবং, কৃত্তিকার সময়, পেট ভরিয়া খাইতে পাই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। ব্যাঘ্রের প্রাণের কথা শুনিয়া, কুকুর কহিল, তবে আমার সঙ্গে আইস। আমি, প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্ধোবস্ত করিয়া দিব।

ব্যাঘ্র কুকুরের সঙ্গে চলিল। খানিক গিয়া, বাঘ কুকুরের ঝড়ে একটা দাগ দেখিতে পাইল, এবং, কিসের দাগ জানিবার নিমিত, অতিশয় ব্যাঘ্র হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! তোমার ঝড়ে ও কিসের দাগ। কুকুর কহিল, ও কিছুই নয়। ব্যাঘ্র কহিল, না ভাই! বল বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। কুকুর কহিল, আমি বলিতেছি, ও কিছুই নয়; বোধ হয়, গলবন্ধের দাগ। বাঘ কহিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর কহিল, এ গলবন্ধে শিকালি দিয়া, দিনের বেলায়, আমায় বাঁধিয়া রাখে।

বাঘ, শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল, এবং কহিল, শিকালিতে বাঁধিয়া রাখে। তবে তুমি, যখন ইচ্ছানে ইচ্ছা, খাইতে পার না। কুকুর কহিল,
কথামালা।

তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি বটে; কিন্তু, রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি, যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারি। তত্ত্বে, প্রাতঃ ভূতেরা কত আদর ও কত যত্ন করে, ভাল আহার দেয়, স্নান করাইয়া দেয়। প্রাতঃও, কখনও কখনও, আদর করিয়া, আমার গায় হাত বুলাইয়া দেন। দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি। বাঘ কহিল, ভাই হে! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজতোগে থাকা অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্রেতা পাওয়া সহজের গুণে ভাল। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। এই বলিয়া বাঘ চলিয়া গেল।

খরগসু ও কচ্ছপ

কচ্ছপ স্বভাবতঃ অতি আস্তে চলে; এজন্য, এক খরগসু কোনও কচ্ছপকে উপহাস করিতে লাগিল। কচ্ছপ, খরগসুর উপহাসবাক্য শুনিয়া, ঈশ্বর হাসিয়া কহিল, ভাল, ভাই! কথায় কাজ নাই, দিন স্থির কর; ঐ দিনে, হুজুনে এক সঙ্গে
চলিতে আরস্ত করিব; দেখা যাবে, কে আগে নির্দিষ্ট স্থানে পাঁচশীতে পারে। খরগস কহিল, অন্য দিনের আবশ্যক কি; আইস, আজই দেখা যাইক; এখনই রুখ। যাইবেক, কে কত চলিতে পারে।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, উত্তরে, এক কালে, এক স্থান হইতে; চলিতে আরস্ত করিয়া। কছুপ আস্তে আস্তে চলিত বর্তে; কিন্তু, চলিতে আরস্ত করিয়া, এক বারও না থামিয়া, অবাধে চলিতে লাগিল।
খরগস অতি ডুত চলিতে পারিত; এজন্য, মনে করিল, কছুপ যত চলুক না কেন, আমি আগে পাঁচশীতে পারিব। এই স্থির করিয়া, খানিক দূর গিয়া, অমোদ হওয়াতে, সে নিদ্রা গেল; নিদ্রাভঙ্গের পর, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিল, কছুপ তাহার অনেক পূর্বে পাঁচশিরাছে।

কছুপ ও সগল পক্ষী
পক্ষীরা অনায়াসে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু আমি পারি না; ইহা ভাবিয়া, এক কছুপ অতিশয় হংসিত হইল, এবং, মনে মনে অনেক
আস্কোল করিয়া, স্থির করিল, বদি কেঁচে আমায়, এক বার, আকাশে উঢ়াইয়া দেয়, তাহাঁই হইলে, আমিও, পক্ষীদের মত, সুখ্স্বল্পে উড়িয়া বেড়াইতে পারি। অনন্তর, সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে মিয়া কহিল, তাহ। যদি তুমি, দয়া করিয়া, আমায় একটি বার আকাশে উঢ়াইয়া দাও, তাহা হইলে, সমুদ্রের গর্তে বত রত্ন আছে, সমুদ্র উদ্ধত করিয়া তোমায় দি। আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে, আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

ঈগল, কচ্ছপের অভিলাষ ও প্রার্থনা শুনিয়া, কহিল, শুন কচ্ছপ! তুমি বে মানস করিয়াছ, তাহা শিক্ষা হওয়া অসুস্থ। ভুচর জন্ম, কখনও, খেচরের ন্যায়, আকাশে উড়িয়ে পারে না। তুমি এ অতিপ্রাচীন ছাড়িয়া দাও। আমি যদি তোমার আকাশে উঢ়াইয়া দি, তুমি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া, উঢ়ে উঢ়ে, এবং, হয় ত, ঐ পড়াজীবি, তোমার প্রাণত্যাগ ঘটিবেক। কচ্ছপ কান্দ হইল না, কহিল, তুমি আমায় উঢ়াইয়া দাও; আমি উড়িতে পারি, উড়িব; না উড়িতে পারি, পড়িয়া মরিব; তোমায় সে ভাবনা করিলে।
কথামালা।

ছিলেক না। এই বলিয়া, কঠিন অতিশয় পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিল। তখন ঈগল, জন্ম হাস্য করিয়া, কঠিনকে লইয়া; অনেক উর্ধ্বে উঠিল, এবং, তবে তুমি উড়িতে আরম্ভ কর, এই বলিয়া, উঠাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়িয়া দিবা মাত্র, কঠিন এক পাহাড়ের উপর পড়িল, এবং, যেহেতু পড়িল, তাহার সুরক্ষা শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

অহঃকার করিলেই পড়িতে হয়।

নাহঃকারাং গরা রিপাং।

রাখাল ও ব্যাদ্র

এক রাখাল কোনও মাঠে গরু চারাইত। ঐ মাঠের নিকটবর্তী বনে বাঘ থাকিত। রাখাল, তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উঁচুঁয় করে, চীৎকার করিত। নিকটস্থ লোকেরা, বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া, অতিশয় বাঘ হইয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইত। রাখাল, দাঁড়াইয়া, ভিল পিল করিয়া হাসিত। আগত লোকেরা, অগ্রসন্ত বায়, চলিয়া যাইত।
অবশেষে, এক দিন, সত্য সত্যই, বাষ্ণ আসিয়া। তাহার পালের গরুর আক্রমণ করিল। তখন রাখাল, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বাষ্ণ আসিয়াছে বলিয়া, উঁচুঁ স্বরে, চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, সে দিন, এক প্রাপ্তিও, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, উপস্থিত হইল না। সকলেই মনে করিল, পূর্ব রাখাল, পূর্ব পূর্ব কারের মত, বাষ্ণ আসিয়াছে বলিয়া, আমাদের সঙ্গে তামালা করিতেছে। বাষ্ণ ইচ্ছামত পালের গরু নষ্ট করিল, এবং, অবশেষে, রাখালের প্রাণসংহার করিল। চলিয়া গেল। নির্বোধ রাখাল, সকলকে এই উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, মিথ্যাবাদীরা সত্য কহিলেও, কেহ বিশ্বাস করে না।

শুগাল ও কুষক

ব্যাধগণে ও তাহাদের কুষকে তাড়াতাড়ি করাতে। এক শুগাল, অতি অতি দৌড়িয়া গিয়া, কোন কুষকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল—
কথাবিবার।

ভাই! যদি তুমি কুপো করিয়া আশ্রয় দাও, তবে, এ যাত্রা, আমার পরিপ্রেক্ষিত হয়। কুকুক কহিল, তোমার ভয় নাই, আমার কুটীরে লুকাইও দাও।' এই বলিয়া, সে আপন কুটীর দেখাইয়া দিল। শৃঙ্গাল, কুটীরে প্রবেশ করিয়া, এক কোণে লুকাইয়া রহিল। ব্যাধ্রাও, অবিলয়ে, ভাষায় উপস্থিত হইয়া, কুকুকে জিজ্ঞাসিল, অহে ভাই। এ দিকে একটা শিলাল আসিয়াছিল, কোন দিকে গেল, বলিতে পার। সে, কিছুই বা বলিয়া, কুটীরের দিকে অঙ্কুলিয়া করিল। ভাঙ্গা, কুকুকের সকলে বুঝিতে না পারিয়া, চলিয়া গেল।

ব্যাধ্রা প্রস্থান করিলে পর, শৃংগাল, কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, কুকুক, ভৎসনা করিয়া, শৃঙ্গালকে কহিল, যা হউক, ভাই! ' তুমি ভুল তোদ; আমি, বিপদের সময়, আশ্রয় দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম। কিন্তু, তুমি, যাই- রার সময়, আমার একটা কথার সত্তায় তাহাই না। শৃঙ্গাল কহিল, ভাই হে! তুমি করিয়া যেমন ভক্ততা করিয়াছিলে, যদি আহ্ল-
কথামালা।

লিমিতে সেই রুপ অক্ষরতা করিতে, তাহা হইলে, আমি হে, ভোজার নিকট বিদায় না লইয়া, কদম, কুপ্পীর হইতে চলিয়া যাইতাম না।

এক কথায় যত মশা হয়, এক ইহিতেও তত মশা হইতে পারে।

কাক ও জলের কলসী

এক ভূষিত কাক, দূর হইতে, জলের কলসী দেখিতে পাইয়া, আহ্লাদিত হইয়া, ঐ কলসীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং, জলপান করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যাঘ্র হইয়া, কলসীর তিতর ঠোঁট প্রক্ষেপ করাইয়া দিল; কিন্তু, কলসীতে জল অনেক নিচে ছিল, এজন্য, কোনও মতে, পান করিতে পারিল না। তখন সে, প্রথমে, কলসী তাহারা কেলিবার চেক্টা পাইল; পরে, কলসী উলটাইয়া দিয়া, জলপান করিবার চেক্টা করিল; কিন্তু, বলের অপ্রত্যাশিত প্রযুক্ত তাহার কোনও চেক্টাই সকল হইল না। অবশেষে, কতকগুলি লুঢ়ি সেই খানে পড়িয়া আছে দেখিয়া, এক একটি করিয়া, সামুদ্র লুঢ়ি গুলি কলসীর
কথামালা।

ভিতরে কেলিল। তলায় লুঝি পড়াতে, ঙ্ঙল
কলসীর মুখের গোড়ায় উঠিল ; তখন কাক,
ইচ্ছামত জলপান করিল, ভূষার নিবারণ
করিল।

বলে বাহ। সম্পর্ন না হয়, কোনলে তাহা সম্পর্ণ হইতে
শারে।
কাছ আটকাইলে বুঝি বোগায়।

একচক্ষু হরিণ

এক একচক্ষু হরিণ, সতত, নদীর তীরে চরিয়া
বেড়াইত। নদীর দিকে ব্যাখ্যা আসিবার আশঙ্কা
নাই, এই স্থির করিয়া, নিষ্ক্রিয় হইয়া, স্থলের
দিকে ব্যাখ্যা আসিবার ভয়ে, সতত সেই দিকে
দৃষ্টি রাখিত। দৈববোগ, এক দিবস, কোনও
ব্যাখ্যা নৌকায় চড়িয়া বাইতেছিল। সে, দূর
হইতে, ঐ হরিণকে চরিতে দেখিয়া, উহাকে
লক্ষ্য করিয়া, শরনিক্ষেপ করিল। হরিণ, যখন
মনে এই তাহিরা, প্রাণত্যাগ করিল, অন্য, যে
দিকে বিপদের আশঙ্কা করিয়া, সর্বদা সতর্ক
পরিচর্য, সে দিকে বিপদের কোনও কারণ
।
উপস্থিত হইল না; কিন্তু, যে দিকে বিপদের
আশঙ্কা নাই ভাবিয়া, নির্ভবনায় ছিলাম, সেই
দিক হইতেই, শত্রু আলিয়া আমার প্রাণলঘুর
করিল।

উদর ও অন্য অন্য অবয়ব

কোনও সময়ে, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব সকল
মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, দেখ, তাই
সকল। আমরা নিয়ত পরিশ্রম করি; কিন্তু,
উদর কখনও পরিশ্রম করে না। সে, সর্ব ক্ষণ,
নিশ্চিত রহিয়াছে; আমরা, প্রাণপণে পরিশ্রম
করিয়া, তাহার পরিচর্যা করিতেছি। সে, নিয়ত,
আলম্বনে কলহরণ করিবেক, আমরা কেন তাহার
পরিচর্যা করিব। অতএব, আইস, সকলে
প্রতিজ্ঞা করি, অজ অবধি, আমরা আর উদরের
সাহায্য করিব না।

এই চক্রান্ত করিয়া, তাহারা পরিশ্রম
ছাড়িয়া দিল। পার আর আহারস্থানে যায় না;
হাত আর মুখে আহার তুলিয়া দেয় না; মুখ আর,
‘আহারের এক্ষণ করে না; দম্পত্তি আর ভক্ষ্য বন্ধক

33
চর্চণ করে না। উদরকে জুড় করিবার চেষ্টায়, হুইচারি দিন এইরূপ করিলে, শরীর শুক্র হইয়া আসিল; অবয়ব সকল এত নিষ্ঠেজ হইয়া পড়িল, যে আর নড়িবার শক্তি রহিল না। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যদিও উদর পরিশ্রম করে না। বটে, কিন্তু উদর প্রধান অবয়ব; উদরের পরিচর্যার জন্য, পরিশ্রম না করিলে, সকলকেই হুর্দ্ধ ও নিষ্ঠেজ হইতে হইবেক। আমরা, পরিশ্রম করিয়া, কেবল উদরের সাহায্য করি, এমন নহে। উদরের পক্ষে, যেমন অগ্নি অগ্নি অবয়বের সহায়তা। আবশ্যক, অগ্নি অগ্নি অবয়বের পক্ষেও, সেইরূপ উদরের সহায়তা। আবশ্যক। যদি মুহূর্ত থাকা আবশ্যক হয়, সকল অবয়বকেই ন্যান্যু নিয়রিত কর্ম করিতে হইবেক, নতুং কাহারও ভদ্রস্থতা নাই।

হুই পর্য্যক্ত ও ভালুক

হুই বন্ধুতে মিলিয়া পথে অমন করিতেছিল। দৈবযোগে, সেই সময়ে, তথায় এক ভালুক উপস্থিত হইল। বন্ধুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি;
ভালুক দেখিয়া, অতিশয় ভয় পাইয়া, নিকটবর্তী রুক্ষে আরোহণ করিল; কিন্তু, বন্ধুর কি দশা ঘটিল; তাহা এক বারও তাবিল না। দ্বিতীয় ব্যাক্তি, আর কোনও উপায় না দেখিয়া, এবং, এককী ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ কর। অসাধ্য তাবিরা, মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিল। কারণ, সে পূর্বে শুনিয়াছিল, ভালুক মরা মানুষ ছোঁয় না।

ভালুক আসিয়া তাহার নাক, কান, মুখ, চোক, রুক, পরীক্ষা করিল, এবং, তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া, চলিয়া গেল। ভালুক চলিয়া গেলে পর, প্রথম ব্যাক্তি, রুক্ষ হইতে নামিয়া, বন্ধুর নিকটে গিয়া, জিজ্ঞাসিল, ভাই! ভালুক তোমায় কি বলিয়া গেল। আমি দেখিলাম, সে, তোমার কানের কাছে, অনেক ক্ষণ, মুখ রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যাক্তি কহিল, ভালুক আমায় এই কথা বলিয়া গেল, যে বন্ধু, বিপদের সময়, ফেলিয়া পলায়, আর কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিও না।
সিংহ, গর্দভ, ও শৃঙ্গালের শিকার

এক সিংহ, এক গর্দভ, এক শৃঙ্গাল, এই তিনে মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। শিকার সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা, যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইয়া, ইচ্ছামত আহার করিয়া মানস করিল। সিংহ গর্দভকে ভাগ করিতে আজ্ঞা দিল। তদনুসারে, গর্দভ, তিন ভাগ সমান করিয়া, ঘীর সহচরদিগকে এক এক ভাগ লইতে বলিল। সিংহ, অতিশয় কুপিত হইয়া, নখর-প্রহার দ্বারা, গর্দভকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

পরে, সিংহ শৃঙ্গালকে ভাগ করিতে বলিল। শৃঙ্গাল অতি পৃথ্ব, গর্দভের ভাগ বিরোধ নহে। সে, সিংহের অভিযোগ বুঝিয়া পারিয়া, সিংহের ভাগে সমুদয় রাখিয়া, আপন ভাগে কিংবা সাত রাখিল। তখন, সিংহ সমস্তই হইয়া কহিল, সখে। কে তোমায় এরূপ যায়া ভাগ করিতে শিখাইল? শৃঙ্গাল কহিল, যখন গর্দভের দশা এতক্ষণ দেখিলাম, তখন আর অপর শিকার অযোজন কি।
খরগস ও শিকারি কুকুর

কোনও জঙ্গলে, এক শিকারি কুকুর, একটি খরগসকে ধরিবার নিমিত, তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। খরগস, প্রাণের ভয়ে, এত অত্য দৌড়িতে লাগিল, যে, কুকুর, অতি বেগে দৌড়িয়াও, তাহাকে ধরিতে পারিল না; খরগস, এক বারে, দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। এক রাখাল এই তামাসা দেখিতেছিল; সে উপহাস করিয়া কহিল, কি আশ্চর্য! খরগস, অতি ক্ষীণ জন্ম হইয়াও, কুকুরকে বেগে পরাভব করিল। ইহা শুনিয়া, কুকুর কহিল, তাই হে! প্রাণের ভয়ে দৌড়ন, আর আহারের চেষ্টায় দৌড়ন, এ উভয়ের কত অন্তর, তা ভুবিজান না।

কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ

এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে, মৃঘুর পূর্বক ক্ষণে, ঐ সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত, পুত্রদিগকে কহিল,
হে পুনঃগণ! আমি একশেইহলোক হইতে আস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংহার আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অস্থূলস্বাভাব করিলে, পাইবে। পুনেরা যেন করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুণ ধন স্থাপিত আছে।

কুককের মুখের পর, তাহারা, গুণ ধনের লোকে, সেই সকল ভূমির অভিশপ্ত ধনন করিল।

এই রূপে, যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া, তাহারা গুণ ধন কিছু পাইল না ব্যট; কিন্তু, ঐ সকল ভূমির অভিশপ্ত ধনন করাতে, যে বৎসর এত শত্রু জয়িল যে, গুণ ধন না পাইয়াও, তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইল।

নেকড়ে বায় ও মেষের পাল

কোনও স্থানে কতকগুলি মেষ চরিত। কতিপয় বলবান কুকুর তাহাদের রক্ষণীকরণ করিত।

ঐ সকল কুকুরের ভয়ে, নেকড়ে বায় মেষদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। একদা, মেষেরা

করিল, ঐ সকল কুকুর ধাকিতে,
কথামালা।

আমরা কিছুই করিতে পারিব না। কৌশল করিলাম, ঈহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে, আমাদের স্বাভাবিক নাই। অতএব, বহাহের ঈহাদা মেষগণের নিকট হইতে যায়, এমন কোনও উপায় করা আবশ্যক।

এই গ্রহ করিয়া, তাহারা মেষগণের নিকট বলিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা অতঃপর সম্প্র করি। কেন, চির কাল, পরস্পর বিবাদ করিয়া মরি। যে সকল কুকুর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারাই সমস্ত বিবাদের মূল। তাহারা অপবর্গে চীৎকার করে, তাহাতেই আমাদের বিবেচনা কোথায় জমে। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও; তাহা হইলে, চির কাল, আমাদের পরস্পর সত্যাব থাকিবেক। নির্যাধ মেষগণ, এই কুরম্মগণ, ভূলিয়া, কুকুরদিগকে বিদায় করিয়া দিল। এইরূপে, তাহারা রক্ষণশূন্য হওয়া তে, বায়েরা, নিরুদ্দেশে, তাহাদের প্রাণশংসার করিয়া, ইচ্ছায় উদরপূর্তি করিল।

শক্ত কথায় ভূলিয়া, হিতভোগী বন্ধুকে দূর করিয়া দিলে, নিষ্ঠিত বিপদ হইলে।
কথামালা।

লাখলহীন শৃংগাল

কোনও সময়ে, এক শৃংগাল ফাঁদে পড়িয়াছিল। যাহারা ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহারা তাহার পৃথিবীবর্তী উচ্চম করিল; কিন্তু, তাহার কাতরতা দেখিয়া, প্রণে না মারিয়া, লাঞ্চুল কাটিয়া, ছাড়িয়া দিল। শৃংগাল, লাঞ্চুল দিয়া, প্রণে রাঁচাইল বেটে; কিন্তু, লাঞ্চুল না থাকাতে, সঙ্গতির নিকট যে অপমানবোধ ছইবেক, তাহা খাবিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, লাঞ্চুল যাওয়া অপেক্ষা, আমার প্রণ যাওয়া ভাল ছিল।

পরিশেষে, এই অপমান শুধিরিয়া লইবার জন্য, সকল শৃংগালকে একত্র করিয়া, সে কহিতে লাগিল, দেখ, তাই সকল! আমার ইচ্ছা এই, তোমরা সকলে, আমার মত, যে যে লাঞ্চুল কাটিয়া ফেল। লাঞ্চুল না থাকাতে, আমি যেমন সচ্ছদ্র শরীরে বেড়িয়া বেড়াইতেছি, তোমরা কেহই তাহা অন্তঃব্যব করিতে পারিতেছ না। যদি পরীক্ষা করিয়া না দেখিতাম, বোধ করি, আমিও কখনও বিশ্বাস করিতাম না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, লাঞ্চুল থাকিলে, অতি কদর্য দেখায়, পদে
পদে, যার পর নাই অসুবিধা ঘটে। ফলকথা এই, লাঙ্গল রাখায়, অনর্থক তার বহিয়া বেড়ান মাত্র লাভ। আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, আমরা এভ দিন লাঙ্গল রাখিয়াছি কেন। হে বন্ধুগণ! আমি স্বয়ং, যার পর নাই, উপকার বোধ করিয়াছি; এজন্য, তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, তোমরাও, আমার মত, আপন আপন লাঙ্গল কাঠিয়া কেল। লাঙ্গল না থাকায় কত আরাম, এখনই রুধিরে পারিবে।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, এক বৃদ্ধ শুণাল, অগ্রসর হইয়া, লাঙ্গলহীন শুণালকে কহিল, তাই হে! যদি তোমরা লাঙ্গল ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে, তুমি, কবার, আমাদিগকে লাঙ্গল কাঠিয়া কেলিতে পরামর্শ দিতে না।

.রুদ্ধ নারী ও চিকিৎসক

এক রুদ্ধ নারীর চখুতি নিম্নস্তর নিম্নভূজ হইয়া গিয়াছিল; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন।
কথামালা।

প্রথম। তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আমার চক্ষুর দোষ জমিয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাই না; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দেন; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব; কিন্তু, ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, রদ্ধার এস্তাবে সমস্ত হইয়া, শরীর দিন, প্রাতঃকালে, তাহার আলায়ে উপস্থিত হইলেন। রদ্ধার গৃহ নানাবিধ জ্যৌরে পরিপূর্ণ সৈকত, চিকিৎসকের অভিশয় লোভ জমিল। তিনি স্বর্ণ করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটি ড্রুয় লহিয় যাইব।

এজন্য, যাহাতে শীত্ত তাহার পীড়িত শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছু দিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে, একে একে সমস্ত ড্রুয় লহিয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। রদ্ধার চক্ষু, অপ্প দিনেই, পূর্ববৎ, নিদোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাহার গৃহে যে নানাবিধ ড্রুয় ছিল, তাহার একটিও নাই; অমুসন্দান দ্বারা জানিতে পারিলেন,

চিকিৎসক, একে একে, সমুদয় লহিয়া গিয়াছেন।
এক দিন, চিকিৎসক রুদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসার তোমার পীড়ার শান্তি হইবে। পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় পুরস্কার দিবে, বলিয়াছিলেন; একথা, প্রতিশুদ্ধ পুরস্কার দিয়া, সম্ভব করিবা, আমায় বিদায় কর। রুদ্ধা, চিকিৎসকের আচরণে, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য, কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক, বারংবার চাহিয়াও, পুরস্কার না পাইয়া, রুদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। রুদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং, চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কোনও করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্যায়িত বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পূর্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, তবে উহাকে পুরস্কার দিব। উনি কহিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে; কিন্তু, আমি বেঁধে দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দোষ হয় না। কারণ, যখন আমার চক্ষুর দোষ জমে নাই, আমার গৃহে যে মানবিধ দ্বয় ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে, চক্ষুর দোষ জমিলে,
সে সকল দেখিতে পাই নাই; এখনও, সে সব দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে, উঁচুর চিকিৎসা-সায়, আমার চক্ষু নির্দেশিয় হইয়াছে, আমার সেক্রেট বোধ হইতেছে না। এক্ষণে, আপনাদের বিচারে, যাহা করত্বা হয়, করুন।

বিচারকেরা, হৃদ্যার উত্তরবাক্যের সর্ব বুদ্ধিতে পারিয়া, হাস্যমর্যে, তাহাকে বিদায় দিলেন, এবং, যদৌহিত তিরস্কার করিয়া, চিকিৎসককে, বিচারকের হইতে, চলিয়া যাইতে বলিলেন।

কথামালা।

শশকগণ ও ভোকগণ

শশকজাতি অতি ক্ষীণজীবি ও নিতানু ভীরু-স্বভাবজন্তু। এরূপ জন্মন্ত্রণ, দেখিতে পাইলেই, তাহাদের প্রাণবর্ধন করিয়া, মাংস ভক্ষণ করে। এই দৌরাংশ্ব বর্ষতঃ, তাহাদিগকে, প্রাণভয়ে, সর্ব্বা সশস্ত্র থাকিতে হয়। এজন্য, এক দিন, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, সর্ব্বা সশস্ত্র থাকিয়া, প্রাণধারণ করা অপেক্ষা, প্রাণ-ভ্যাগের করাই প্রয়োজন। অতএব, যেভাবে হউক, অনুরূপই আমরা প্রাণবর্ধন করিব।
এই প্রতিভা করিয়া, নিকটবর্তী হৃদে বাঁচ দিয়া, প্রণয়‌নাথ করিয়া মানসে, সকলে মিলিয়া তথায় উপনিষ্ঠ হইল। কতকগুলি ভেক সেই হৃদের তীরে বসিয়াছিল; তাহারা, শশকগণ নিকটবর্তী হইবা মাত্র, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, জলে লাফাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া, সকলের অন্যস্র শশক স্বীয় সহচরদিগকে কহিল, দেখ, বন্ধুগণ! আমরা যত ভয় পাইয়াছি, যত নিরুপায় ভাবিয়াছি, তত করা উচিত নয়। তোমরা, এখনে আসিয়া, কতকগুলি প্রাপ্তি দেখিলে; ইহা আমাদের অপেক্ষাও ক্ষীণজীবী ও তীর্থভাব।

তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন, অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে, তাহার দারিদ্র তুলন। করিলে, তোমার অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবেক।

কূঢ়ক ও সারস

জুড়কগুলি বক, প্রতিদিন, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া যাইত। তাহা দেখিয়া, কূঢ়ক, বক ধরিয়া কর নিষিদ্ধ, ক্ষেত্রে জাল পাতিয়া রাখিল। পরে,
ঢাকা হতে লইয়া, তাজিয়া কেলিতে বলিলেন।
সে তৎক্ষণাং তাজিয়া কেলিল। তখন প্রহর
পুঞ্জিগণকে কহিলেন, দেখ বংসগণ। এই রূপ,
তত দিন তোমরা, পরস্পর সত্ত্বাবে, এক সঙ্গে
থাকিবে, তত দিন, শত্রুরায় তোমাদের কিছুই
করিতে পারিবেক না। কিন্তু, পরস্পর বিবাদ
করিয়া, পৃথক হইলেই, তোমরা উচ্চিষ্ঠ হইবে।

অশ্ব ও অশ্বারোহী

এক অশ্ব একাকী এক মাঠে চরিয়া বেড়াইত।
কিছু দিন পরে, এক হরিণ, সেই মাঠে আসিয়া,
চরিতে আরাম করিল, এবং, ইচ্ছামত গাঢ় খাইয়া,
অবশিষ্ট যাস নষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল।
জর্জাতে, অশ্বের আহার বিষয়ে, অতিশয় অসুবিধা
ঘটিল। অশ্ব হরিণকে জন্ম করিবার চেষ্টা পাইতে
লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না।
অবশেষে, সে এক মন্ত্রকে নিকটে দেখিয়া
কহিল, ভাই! এই হরিণ আমার বড় অপেক্ষাকৃত
করিতেছে, ইহাকে সমুচিত শান্তি দিতে হইবেক।
যদি এ বিষয়ে সাহায্য কর, তাহা হইলে,
আমার বথেক্ট উপকার হয়। তখন মন্ধুষ্য কহিল, ইহার তাবন কি। তুমি আমার, তোমার মৃন্যক্লাস্য লাগিল দিনা, পিঠে উঠিতে দাও, তাহা হইলেই, আমি অন্ত্র লইলা তোমার শক্র দর্শন করিতে পারিব। অশ্রু সম্ভত হইল। মন্ধুষ্য তৎক্ষণাং তাহার পূর্ণে আরোহণ করিল; কিন্তু, হরিণের দর্শন করিতে না গিয়া, অশ্রুকে আপন আলোচ লইলা গোল। তদবধি, অশ্রুগণ মন্ধুষ্যজাতির বাহন হইল।

নেকড়ে বাণ ও মেষ

কোনও সময়, এক নেকড়ে বাণকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। ঐ কামড়ের যা, ক্রমে ক্রমে, এত বাঢ়িরা উঠিল যে, বাণ আর নড়িতে পারে না; সুতরাং, তাহার আহার বন্ধ হইল। এক দিন, সে কুথায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়, এক মেষ তাহার সম্যুখ দিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া, নেকড়ে অতি কাতর বাণকে কহিল, তাই হে! কয়েক দিন অবধি, আমি চলস্থিতির হইয়া পড়িয়া আছি।

৫
গাছা হস্তে লইয়া, তান্ত্রিক কেলিতে বলিলেন।
সে তৎক্ষণাং তান্ত্রিক কেলিল। তখন ধুঃখ
পুজ্জাত্তিকে কহিলেন, দেখ বৎসগণ! এইখানে,
মত দিন তোমরা, পরম্পর সস্তাবে, এক সংখ্যা
খাকিবে, তব দিন, শক্তিগক তোমাদের কিছুই
করিতে পারিবেক না। কিন্তু, পরম্পর বিবাদ
করিয়া, পৃথক হইলেই, তোমরা উচ্ছিষ্ণ হইবে।

অশ্রু ও অশ্রাবোহী
এক অশ্রু একাকী এক মাঠে চরিয়া বেড়াইত।
কিছু দিন পরে, এক হরিণ, সেই মাঠে আসিয়া,
চরিয়া আরস্ত করিল, এবং, ইচ্ছামত গাস খাইয়া,
অবশিষ্ট গাস নষ্ট করিয়া কেলিতে লাগিল।
তাহাতে, অত্যন্ত আহার বিস্ময়, অতিশয় অমুখিণী
বিটল। অশ্রু হরিণকে জরুর করিবার চেষ্টা পাইতে
লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না।
বলিয়া, সে এক সন্ধ্যাকে নিকটে দেখিয়া
কহিল, ভাই! এই হরিণ আমার বড় অপকার
করিতেছে, ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবেক।
এদিদে এ বিষয়ে সাহায্য কর, ভাই। হইলে,
নেকড়ে বাড়ি ও মেষ

কোনও সময়ে, এক নেকড়ে বাড়িকে কুকুর কামড়াইয়াছিল। ঐ কামড়ের ঘাঁ, ক্রমে ক্রমে, এত বাড়িয়া উঠিল যে, বাড়ি আর নড়িতে পারে না; স্থতরাং, তাহার আহার বন্ধ হইল। এক দিন, সে কুধায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে, এক মেষ তাহার সমুহ দিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া, নেকড়ে অতি কাতর বাক্যে কহিল, ভাই হে! কয়েক দিন অবধি, আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি;
কথা‌মালা।

কৃ্ধায় অস্থি হই‌য়া‌ছি, তৃণায় ছাতি কাঁটিয়া‌ 
বাই‌তে‌ছে। তুমি, কুঁপা করিয়া, এইখাল দুই‌তে 
জল আনি‌য়া দাও, আমি আহারের জোগাড় 
করিয়া লই‌ব। মেব কহি‌ল, আমি তোমার অভি‌
স্তি‌ বুঝি‌য়া‌ছি; জল দিব‌ নিমি‌ত নিকটে 
গেলে‌ই, তুমি, আমার মাটি তাঁচি‌য়া, আ‌হারের 
জোগাড় করিয়া লই‌বে।

কুকুরদেহ মন্দুক্য

এক ব্যক্তিকে কুকুরে কা‌মড়াই‌য়া‌ছিল। সে, 
অতিশয় ভয় পাই‌য়া, যাহ‌কে সমুদ্র‌তে দেখে, 
তাহ‌কেই বলে, ভাই! আমায় কুকুরে কা‌মড়‌
ই‌রাছে; যদি কিছু শোষ জান, আ‌মায় দাও। 
তাহার এই কথা শুনিয়া, কোন‌ও ব্য‌ক্তি কহি‌ল, 
যদি তাল হই‌তে চাও, আ‌মি যা বলি, তা কর। 
সে কহি‌ল, যদি তাল হই‌তে পারি, তো‌মি, যাহ। 
বলিয‌বে, তাহ‌ই করিতে প্রস্তুত আ‌ছি। তখন ঐ 
ব্য‌ক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে কুত হই‌য়া‌ছে, 
এই ক্ষেত‌র রক‌ত রুটির টুকরা ভু‌বাই‌য়া, যে
কথামালা।

কৃষির কামড়াইয়াছে, তাহাকে ধাইতে দাও; তাহা হইলেই, তুমি নিঃসন্দেহ তাল হইবে।
কৃষিকর্ম ব্যাকি, শুনিয়া, ঈষৎ হালিয়া, কহিল, ভাই! যদি তোমার এই পরিশ্রম অহ্নাসারে চলি,
তাহা হইল, এই নগরে যত কৃষির আছে,
তাহারা সকলেই, রক্ষামাখা রুটির লোভে,
আরম্ভ কামড়াইতে আরাম করিবেক।

পথিকগণ ও বটরুপক

একদা, গ্রীষ্ম কালে, কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন
সময়ের রোদ্দে, অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত ক্রান্ত
হইয়া পড়িল। নিকটে একটি বট গাছ দেখিয়ে
পাইয়া, তাহারা উঁচাই তলে উপক্ষিত হইল,
এবং, শীতল ছায়ায় বসিয়া, বিশ্বাস করিতে
লাগিল। কিয়ৎ করণের মধ্যেই, তাহাদের শরীর
শীতল, ও ক্রান্তি দূর হইল। তখন তাহারা
নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহা-
দের মধ্যে এক জন, কিয়ৎ করণ নিরীক্ষণ করিয়া,
দুই, দেখ ভাই! এ গাছ কোনও কাজের নয়;
তিহাতে তাল ফুল হয়, না তিহাতে তাল ফল
কথায়ালা

হ্যা। বলিতে কি, ঈহা মানুষের কেনও উপ-কারে লাগে না। এই কথা শুনিয়া, বূঝলে কহিল, মানুষ বড় অকুতৃতজ্জ; যে সময়ে, আমার আলোয় লইয়া, উপকার ভোগ করিতেছে, সেই সময়েই, আমি মানুষের কেনও উপকারে লাগি না বলিয়া, অম্বান মুখে আমায় গালি দিতেছে।

কুঠার ও জলদেবতা

এক হৃদ্ধী, নদীর তীরে, গাছ কাটিতেছিল। ছুটাৎ, কুঠার খানি, তাহার হাত হইতে কম্বিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠার খানি জমায়ের মত হারাইলাম, এই তাবিরা, সেই হৃদ্ধী অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং, হায় কি হইল বলিয়া, উঁচুঁ স্থান, রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া, সেই নদীর অধিষ্ঠায়ী দেবতার অতিশয় দরা হইল। তিনি তাহার সমুদ্রে উপনিষিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, কি জন্য, এত রোদন করিতেছ? সে সমুদ্র নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাত
কথামালা।

দৃষ্টে মন্ত হইলেন, এবং, এক স্থায়ির কুটার হস্তে করিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুটার ? সে কহিল, না মহাশয়! এ আমার কুটার নয়। তখন তিনি, পুনরায়, জলে মন্ত হইলেন, এবং, এক রজ্জ্বময় কুটার হস্তে লইয়া, তাহার সমুদ্রে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুটার ? সে কহিল, না মহাশয়! ইহাও আমার কুটার নয়। তিনি, পুনরায়, জলে মন্ত হইলেন, এবং, তাহার লৌহময় কুটার খানি হস্তে লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুটার ? সে, আপন কুটার দেখিয়া, যার পর নাই আন্তরিত হইয়া কহিল, ইঁ মহাশয়! এই আমার কুটার। আমি অতি হংসী; আর আমি কুটার গাইব, আমার সে আশা ছিল না; কেবল আপনকার অনুরোধে গাইলাম; আপনি আমায়, জম্মুর মত, কিনিয়া রাখিলেন।

জলদেবতা, প্রথমতঃ, তাহার নিজের কুটার খানি তাহার হস্তে দিলেন ; পরে, তুমি নির্লেপ, সত্যাত্মক, ও ধর্মপরায়ণ; এজন্য, তোমার উপর অতিশয় সম্মুখ হইয়াছি; এই বলিয়া,
চাহার সুখের পুরস্কার গ্রহণ, সেই স্বর্ণময় ও রংজতম কুঠার হুই খানি তাহাকে দিয়া, অন্তচতুর্থ হইলেন। সেই দূর্বল ব্যক্তি, অবাক হইয়া, কিরৎ ক্ষণ, সেই স্থানে দাড়াইয়া রহিল; অনন্তর, গৃহে গিয়া, প্রতিবেশীদের নিকট, এই ব্রহ্মান্তের সকলে বিস্ময়পূর্ণ হইলেন।

এই অন্ততঃ রহস্য শুনিয়া, এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জমিল। সে পর দিন, প্রাতঃকালে, কুঠার হস্তে লইয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইল, এবং, গাছের গোড়ায় হুই তিন কোপ মারিয়া, যেন ছাড়াৎ হাত হইতে ফক্সিয়া গেল, এইরূপ তাহার করিয়া, কুঠার খানি জলে ফেলিয়া দিল, এবং, হয় কি হইল বলিয়া, উঁচুঁ ঘরে রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা, তাহার সমুদ্রের উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে, সমস্ত কহিয়া, অতিশয় শোক ও দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল।

জলদেবতা, পূর্ববৎ, জলে মথ হইয়া, এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সমুদ্রের উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার? স্বর্ণময় কুঠার দেখিয়া,
সেই লোভী, এই আমার কুঠার বলিয়া, ব্যাঙ্গ হইল, কুঠার ধরিতে গেল। তাহাকে, এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অভি- শয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অবভূত, ও মিথ্যাবাদী; তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্য পাত্র নহিস। এই ভর্ত্সনা করিয়া, সেই পৃথিবীয় কুঠার খানি জলে কেলিয়া দিল, জলদেবতা অস্তহরিৎ হইলেন। সে, হতরূপে হইল, নদীর তীরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিল; অনন্তর, আমার যেমন কর্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এই বলিয়া, বিষ্ণু মনে চলিয়া গেল।

সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার

সিংহ ও অর কতিপয় জন্তু মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা, নানা বনে ভয়ণ করিয়া, অবশেষে, এক বৃহৎ হরিণ শিকার করিল। ভাগের সময় উপস্থিত হইলে, সিংহ কহিল, তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবেক না; আমি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিতেছি। এই
বলিয়া, সেই হরিণকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, সিংহ কহিল, দেখ, প্রথম ভাগ আমি লইব, কারণ, আমি সকল পশুর রাজা; আর, আমি শিকারে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সেই পরিশ্রমের পুরস্কার স্নায়, দ্বিতীয় ভাগ লইব; তৃতীয় ভাগের বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যাহার ক্ষমতা থাকে সে লড়ক। অন্য অন্য পশুরা, সিংহের অভিপ্রায় রুখিতে পারিয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, প্রবল লোকেরা স্বার্থপর ও বিচেচনাশূন্য হইলে, হুম্বলের পক্ষে এইকাল বিচারই হইয়া থাকে।

কুকুর ও অশ্মগণ

এক কুকুর অশ্মগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্মগণ আহার করিতে গেলে, সে ভয়ানক চীৎকার করিত, এবং, দংশণ করিতে উদ্বৃত হইল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। এক দিন, এক অশ্ম কহিল, দেখ, এই হুঁড়ভাগা কুকুর কে মন হুর্স! আহারের জ্বয়ের উপর শয়ন
কথামালা। । ৫৭

ফরিয়া ধারিবেক; আপনিও আহার করিবেক না, এবং, শাহারা ঐ আহার ফরিয়া। প্রাণধারণ করিবেক, তাহাদিগকেও আহার করিতে দিবেক না।

রুষ ও মশক

এক মশক, কোনও রুষের মস্তকের উপর কিয়ৎক্ষণ উড়িয়া, অবশেষে তাহার শূন্যের উপর বসিল, এবং মনে ভাবিল, হয় ত রুষ আমার তারে কাতর হইয়াছে। তখন তাহাকে কহিল, তাই হে! যদি আমার ভার তোমার অসহ্য হইয়া থাকে, বল, আমি এখনই উড়িয়া যাইতেছি; আমি তোমায় ক্লেশ দিতে চাহি না। ইহা শুনিয়া, রুষ কহিল, তুমি সে জন্য উড়িয়া হইও না। তুমি থাক বা যাও, আমার পক্ষে হই সমান। তুমি এত ঝুঁড় যে, তুমি আমার শৃঙ্খল বলিয়াছ, এ পর্য্যন্ত আমার সে অমূল্যেই হয় নাই।

মন যত ঝুঁড়, আমার শাস্তি তত অধিক হয়।
কথামালা।

মৃণাল ও কাঙ্স্যমর পাত্র

এক মৃণাল পাত্র ও এক কাঙ্স্যমর পাত্র নর্তীর শোতে তালিয়া আইগেছি। কাঙ্স্যমর পাত্র মৃণালপাত্রকে কহিল, অহে মৃণাল পাত্র! তুমি আমার নিকট থাক, তাহা হইলে, আমি তোমার রক্ষা করিতে পারিব। তখন মৃণাল পাত্র কহিল, তুমি যে এরূপ প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমি অভিশয় উপকৃত হইলাম। কিন্তু, আমি, যে আশকায়, তোমার তফাতে থাকিলেহি, তোমার নিকটে গেলে, আমার তাহাই ঘটিবেক। তুমি অমৃগ্রহ করিয়া, তফাতে থাকিলেই, আমার মনল। কারণ, আমরা উভয়ে একত্র হইলে, আমারই সর্বনাশ। তোমার আঘাত লাগিলে, আমিই ভাঙ্গিয়া যাইব।

এবং ভিক্ষীর নিকটে থাক পরমর্ষদিক্ক নহে; বিবাদ উপস্থিত হইলে, দ্বন্দ্বের সর্বনাশ।

রোগী ও চিকিত্সক

কোনও চিকিত্সক, কিছু দিন, এক রোগীর চিকিত্সা করিয়াছিলেন। সেই চিকিত্সকের
কথামালা।

হেন্দেই, এ রোগীর মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্রাক্ষ ক্রিয়ার সময়, চিকিৎসক, তাহার অন্ত্রীর্গণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আফ্রেপ করিয়া কহিলেন, আহা! যদি এই ব্যক্তি আহারাদির নিয়ম করিয়া চলিতেন, সর্বদা সকল বিষয়ে অত্যাচার না করিতেন, তাহা হইলে, ঈহা অকালে মৃত্যু ঘটিত না। তখন মৃত্যু ব্যক্তির এক আত্মীয় কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আপনি যাহা আত্মা করিতেছেন, তাহা বধার্থ বটে। কিন্তু, একর্থে, আপনকার এ উপদেশের কোনও কল দেখিতেছি না। যখন সে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, এবং, আপনকার উপদেশ অম্ব-সারে চলিতে পারিতেন, তখন তাহাকে এয়ু উপদেশ দেওয়া উচিত ছিল।

সময় বহিয়া গেলে উপদেশ দেওয়া রূপা।

ঈঁদুরের পরামর্শ

ঈঁদুর সকল, বিড়ালের উপদেশে, নিত্য বিতর্ক হইয়া, সকলে একত্র হইয়া, কিনে পরিত্রাণ হয়,
এই পরামর্শ করিতে বলিল। যাহার মনে যাহা উপস্থিত হইল, সে তাহাই কহিতে লাগিল; কিন্তু, কোনও এক্তাবাহি পরামর্শসিদ্ধ রোধ হইল না। পরিশেষে, এক বুদ্ধিমান ঈহুর কহিল, বিড়ালের গলায় একটা ঘটা বাধিয়া দেওয়া যাইক। ঘট্টার শব্দ হইলে, আমরা রুক্তিতে পারিব, বিড়াল আমাদিগকে খাইতে আসিতেছে; তাহা হইলেই, আমরা সাবধান হইতে পারিব।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সকলে ধর্মা ধন্য করিতে লাগিল; এবং, সকলের মতে, উহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এক বুদ্ধ ঈহুর, এ পর্যায় চুপ করিয়া বলিয়াছিল। সে বলিল, অমৃক যাহা কহিলেন, তাহা বিলকুণ বুদ্ধির কথা বটে; এবং, সেকাল করিতে পারিলে, আমাদের ইতিসিদ্ধিও হইতে পারে। কিন্তু, আমি এই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের মধ্যে কে, সাহস করিয়া, বিড়ালের গলায় ঘটা বাধিতে যাইবেক।

ঈহা শুনিয়া, পরম্পর মুখ চাহিয়া, সকলে হতরুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কোনও বিষয়ের প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু বিষয়াহ করিয়া উঠা কঠিন।
সিংহ ও মহিষ

একদা, এক সিংহ ও এক মহিষ, পিপাসায় কাঁচর হইয়া, এক সময়ে, এক খালে, জলপান করিতে গিয়াছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে, কে আগে জলপান করিবেক, এই বিষয় লইয়া, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি বিপক্ষকে অগ্রে জলপান করিতে দিব না; স্নাত-রাক্ত, উভয়ের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

এই সময়ে তাহারা, উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মন্দক উপর উড়িতেছে; দেখিয়া রুপিতে পারিল, যুদ্ধে যাহার প্রাণত্যাগ হইবেক, তাহার মাংস খাইবেক বলিয়া, উহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহাদের রুদ্ধের উদর হইল; এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, আইস তাই! কাঁচ হইয়া, আর বিবাদ কাজ নাই। অনর্ধ বিবাদ করিয়া, কাক ও শকুনির আহার হওয়া। অপেক্ষা, সুহৃদত্বে জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়া তাল।
চাৰ ও কুকুর

এক চাৰ, কোনও গৃহস্থের বাচ্চীতে, ছুৰি করিয়ে গীয়াছিল। এক কুকুর, সমস্ত রাত্রি, ঐ গৃহস্থের বাচ্চীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চৌর, ঐ কুকুরকে দেখিয়া, যখন তাবিল, ঈহার মুখ বন্ধ না করিলে, চৌকার করিয়া, গৃহস্থকে জাগাইয়া দিবেক; তাহা হইলে, আর আমার অতি নিশ্চিত হইবে না। অতএব, অগ্রে ঈহার মুখ বন্ধ করা আবশ্যক।

এই বিবেচনা করিয়া, চৌর কুকুরের সম্মুখে মাংসের ছুরকা কেলিয়া দিতে লাগিল। তখন কুকুর কহিল, প্রথমেই, তোমায় দেখিয়া, আমার মনে নামা সদ্দেহ জমিয়াছিল; এক্ষণে, তোমার কার্য্য দেখিয়া, আমার নিশ্চিত বোধ হইল, তুমি কদাচ ভদ্র লোক নহ। তোমার অভিসন্ধি এই, আমার মুখ বন্ধ করিয়া, গৃহস্থের সর্ববন্ধ করিবে। অতএব, যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।

যাহারা ঐঠকচ দিতে উদ্যত হয়, তাহারা কদাচ ভদ্র নহ; তাহারা মনে অবশুই মন্দ অভিপ্রায় থাকে।
কথামালা। ৬৩

সারসী ও তাহার শিশু সন্তান

এক সারসী, শিশু সন্তানগুলি লইয়া, কোনও ক্ষেত্রে বাস করিত। ঐ ক্ষেত্রের শশ্ন সকল পাকিয়া উঠিলে, সারসী তুলিতে পারিল, অতঃপর, কৃষকেরা শশ্ন কাটিতে আরম্ভ করিখেক। এই নিমিত্ত, প্রতিদিন, আহারের অভ্যেষে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশু সন্তানদিগকে বলিয়া যাইত, তোমরা, আমার আদিবার পূর্বে, যাহা কিছু শুনিবে, আর্থি আদিবা যাত্র, সে সমুদ্র অবিকল আমায় বলিবে।

এক দিন, সারসী বাসা হইতে বহিগত হইয়াছে, এমন সময়ে, ক্ষেত্রবাসী, শশ্ন কাটিবার সময় হইয়াছে কি না, বিচেনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইল, এবং চারি দিকে দৃষ্টিপথ করিয়া কহিল, শশ্ন সকল পাকিয়া উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিখেক। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারসী বাসায় আসিলে, তাহার সন্তানেরা ঐ সকল কথা জানাইল, এবং কহিল, যাঁ।
তুমি আমাদিগকে শীত স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর তুমি, আমাদিগকে এখানে রাখিয়া, বাহিরে যাইও না। যাহারা শন্ত কাটিতে আসিবেক, তাহারা, দেখিলেই, আমাদের প্রাণবধ করিবেক। সাঁসদী কহিল, বাহ। সকল। তোমরা এখনই ভয় পাইতেছ কেন। ক্ষত্রিয়া বন্ধ, প্রতিবিশালেশ্বরের উপর তার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহ। হইলে, শন্ত কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে।

পর দিবস, ক্ষত্রিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল; দেখিল, যাহাদের উপর তার দিয়া-ছিল, তাহারা শন্ত কাটিতে আইসে নাই। কিন্তু, শন্ত সকল সম্পূর্ণ রাখিয়া উঠিয়াছিল; অতঃপর না কাটিলে, হানি হইতে পারে; এই নিমিত, সে কহিল, আর সময় নষ্ট করা হয় না; প্রতিবিশালেশ্বরের উপর তার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, বিশ্বৰ কর্তি হইবেক। আর তাহাদের ভরসায় না থাকিয়া, আপন তাই বন্ধ দিগকে বলি, তাহারা সত্বর কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া, সে আপন পুনরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তুমি তোমার খুদাদিগকে আমার নাম
কথামালা। ৬৫

কল্লি। বলিবে, 'যেন তাহারা, সকল কর্ম রাখিয়া, কাল সকালে আসিয়া, শস্য কাটিতে আরম্ভ করে। এই বলিয়া, ক্ষত্রিয়ামী চলিয়া গেল।

সারসিঃ শিশুগণ শুনিয়া। অতিশয় ভীত হইল, এবং, সারসী আসিয়া যাত্র, কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল, যা! আজ ক্ষত্রিয়ামী আসিয়া এই এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের একটা উপায় কর। কাল তুমি, আমাদিগকে এখানে কেলিয়া, যাইতে পারিবে না। যদি যাও, আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সারসী, শুনিয়া, ঈষৎ হস্ত করিয়া, কহিল, যদি এই কথা যাত্র শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, ভয়ের বিষয় নাই। যদি ক্ষত্রিয়ামী, তাহি বন্ধু দিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার, এখনও, অনেক বিলম্ব তাহা। তাহাদেরও শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা, আগে আপনাদের শস্য না কাটিয়া, কখনও, ইহার শস্য কাটিতে আসিবেক না। কিন্তু, ক্ষত্রিয়ামী, কাল সকালে আসিয়া, বাহা কহিবেক, তাহা মন দিয়া শুনিও, এবং আসি আসিলে, বলিতে ভুলিও না।
পর দিন, প্রতুয়ে, সাধােতে আহারের অন্যে-কাছে বহিঃকরত হইলে, ক্ষেত্রাচারী তখন উপকীন্ত হইল; দেখিল, কেহই শস্য কাঠিতে আইসে মাই; আর, শস্য সকল অধিক পাকিয়াছিল, এজন্য, বাজিরা ভূষিতে পড়িতেছে। তখন সে, বিরক্ত হইয়া, 'আপন পুড়াকে কহিল, দেখ, আর প্রতিবেশীর, অথবা ভাই বন্ধুর, যুথ চাহিরা ধাকা উচিত নহে। আজ রাজিতে তুমি, যত জন পাও, ঠিকা লোক স্বর্ণ করিতা রাধিবে। কাল সাকলে, তাহাদিগকে লইয়া, আপনারাই কাঠিতে আরত্তু করিব; নতুন বিদ্যায় কৃতি করিবেক।

সারসী, বাসায় আসিয়া, এই সমস্ত কথা গুণিতা কহিল, অতঃপর, আর এখানে থাকা হয় না; এখন অন্যায় থায়া কর্তব্য। যখন কেহ, অন্যের উপর তার দিয়া, নিশ্চিত না থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্ত্ত্ব মন দেয়, তখন ইহা স্বর্ণ জ্যোতি, অ, সে যথার্থই ঐ কর্ত্ত্ব সম্পর্ক করা মনস্ত করিয়াছে।
পথিক ও কুঠার

হঁই পথিক এক পথ দিয়া চলিলা যাইতেছিল।
তাহাদের মধ্যে এক জন, সম্বুচ্ছ একপান
কুঠার দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাং, তাহা তুমি
হইতে উঠাইয়া লইল, এবং আপন সহচরকে
কহিল, দেখ তাই! আমি কেমন স্বচ্ছর কুঠার
পাইয়াছি। তখন সে কহিল, ও কি তাই!
এ কেমন কথা; আমি পাইলাম বলিতেছ কেন;
আমরা উভয়ে পাইলাম, বল। উভয়ে এক
সঙ্গে যাইতেছি, যাহা পাওয়া গেল, উভয়েরই
হওয়া উচিত। অপর ব্যক্তি কহিল, না তাই!
তাহা হইলে অন্যায় হয়। তুমি কি জান না, যে
যা পায়, তাহই তা হয়। এই কুঠার, আমি
পাইয়াছি, আমারই হওয়া উচিত; আমি
তোমাকে ইহার অংশ দিব কেন। সে শুনিলা
নির্দূর হইল।

এই সময়ে, যাহাদের কুঠার হারাইয়াছিল,
তাহারা, খুজিতে খুজিতে, সেই স্থানে উপনিষত
হইল, এবং, পথিকের হস্তে কুঠার দেখিয়া,
তাহাকে চৌর বলিয়া ধরিল। তখন সে হইয়া
সহচরকে কহিল, হায় ! আমরা মারা পড়িলাম।
তাহার সহচর কহিল, ও কেমন কথা; এখন,
আমরা মারা পড়িলাম, বল কেন, আমি মারা
পড়িলাম, বল। যাহাকে লাজের অংশ দিতে
চাহ নাই, তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে
হাওয়া অন্যায়।

ঈগল ও দাঁড়কাক

এক পাহাড়ের নিম্ন দেশে, কতকগুলি মেশ
চরিতেছিল। এক ঈগল পক্ষী, পাহাড়ের উপর
ষোল নামিয়া, ছোঁ মারিয়া, এক মেশশাবক
জাহিয়া, পুনরায় পাহাড়ের, উপর উঠিল। ঈহা
দেখিয়া, এক দাঁড়কাক তাবিল, আরিয়া কেন,
ঐ রূপ ছেো মারিয়া, একটা মেশ অথবা মেশ-
শাবক লই না। ঈগল যদি পারিল, আমি না
পারিব কেন ? এই স্থির করিয়া, সে যেমন এক
মেশের উপর ছেো। মারিয়া, অমনি সেই মেশের
লোকে তাহার পায়ের নখর জড়াইয়া গেল।

dাঁড়কাক, এই রূপে বদ্ধ হইয়া, ঝটপট ও
প্রাণভরে কা কা করিতে লাগিল। মেশপালক,
কথামালা। ৬৯

আদি অবধি অন্তু পর্যন্ত, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে, তথায় উপনিত হইল, এবং সেই নির্বোধ দাঁড়াকে ধরিয়া, তাহার পাখা কাটিয়া দিল। পরে সে, সায়ংকালে, ঐ দাঁড়াকে গৃহে লইয়া গেল। মেষপালকের শিশু সন্তানেরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি আমাদের জন্যে ও কি পাখি আনিয়াছ? মেষপালক কহিল, যদি তোমরা উহাকে জিজ্ঞাসা কর, ও বলিবেক, আমি ঈগল পাখী; কিন্তু, আমি উহাকে দাঁড়াকে রাখিলা আনিয়াছি।

ঝুংখি রুদ্ধ ও যম

এক রুদ্ধ অতি ঝুংখি ছিল। তাহার জীবিকা-নির্ভাবের কোনও উপায় ছিল না। সে, বনে কাঠ কাটিয়া, সেই কাঠ বেচিয়া, অতি কষ্টে দিন-পাত করিত। ঐীয় কালে, এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, সে, কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া, বন হইতে আসিতেছে। ঝুংখায় পেট জলিতেছে; তুফান ছাতি ফাটিতেছে; পথের রোদে সব শরীর দৃঢ়তায় ও গলদৃঢ়তম হইতেছে; পথের ভগ্নী।
ঘুলি ও বালুকায়, হুই পা। পুড়িয়া বাইঠেছে।
আবশেষে, নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, কাঠের বোঝা
ফেলিয়া, সে এক রূপের ছায়ায় বিশ্বাম করিতে
বসিল। কিছু পরে, সে মনে মনে কহিতে
লাগিল; এরূপ ক্লেশভোগ করিয়া বঁচিয়া থাকা
অপেক্ষা, মরিয়া মাণুয়া ভাল; কেনই বা আমার
ঈর্ষণ হয় না; আমার মত হতভাগ্য লোকের
ঈর্ষণ হইলেই মঙ্গল।

মনের হঁচে, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই
চিরহঁচেই, যমকে সমোধিয়া, কহিতে লাগিল,
যম! তুমি আমায় ভুলিয়া আছ কেন? শীঘ্র
আসিয়া, আমায় লইয়া যাও; তাহা হইলেই
আমার নিক্ষৃতি হয়; আর আমি ক্লেশ সহ করিতে
পারি না। তাহার কথা সমাপ্ত না হইতেই, যম
আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সে, তাহার
বিকট মূর্তি দেখিয়া, ভয় পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল,
আপনি কে, কি জন্যে এখানে আসিলেন? তিনি
কহিলেন, আমি যম, তুমি আমায় ডাকিতেছিলে,
তাহি আসিয়াছি; এখন, কি জন্যে, আমায়
ডাকিতেছিলে, বল। তখন সে কহিল, মহাশয়! 
ঝাড়ি আসিয়াছেন, তবে দম। করিয়া, কাঠের
পূর্বার্থে আমার মাথায় উঠাইয়া দেন, তাহা 
হইলে, আমার মথের উপকার হয়। যম, শুনিয়া, 
ঈবৎ হাসিয়া। অন্তর্হিত হইলেন।

পক্ষী ও শাকুনিক

এক শাকুনিক, কাঁদ পাতিয়া, এক পক্ষী ধরিয়া- 
ছিল। পক্ষী, প্রাণনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাতর
হইয়া, বিবাক্কে শাকুনিককে কহিতে লাগিল,
তাই! তুমি, দয়া করিয়া, আমায় ছাড়িয়া দাও।
আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি,
আমায় ছাড়িয়া দিলে, আমি অন্য অন্য পক্ষী-
দিগকে, ভুলাইয়া। আমি, তোমার কাঁদে
ফেলিয়া দিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি, এক
পক্ষীর পরিবর্তে, কত পক্ষী পাইবে। শাকুনিক
কহিল, না, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না। যে,
আপন মঙ্গলের নিমিত্ত, সজাতীয় ও আত্মীয়
দিগের সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার মৃত্যু
হইলেই, পথিবীর মঙ্গল।
কথামালা।
সিংহ, শৃঙ্গাল, ও গদ্দভ

এক গদ্দভ ও এক শৃঙ্গাল, উভয়ে মিলিয়া, শিকার করিতে বাইতেছিল। কিয়ৎ দূর গিয়া, তাহারা দেখিতে পাইল, কিঞ্চিৎ অস্তরে এক সিংহ বসিয়া আছে। শৃঙ্গাল, এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সত্ত্ব সিংহের নিকটবর্তী হইল, এবং, অস্তে আস্তে, কহিতে লাগিল, মহারাজ! যদি আপনি, কুপা করিয়া, আমার প্রাণদান দেন, তাহা হইলে, আমি গদ্দভকে আপনকার হস্তক্ষম করিয়া দি। সিংহ সমত হইল। শৃঙ্গাল, কৌশল করিয়া, গদ্দভকে সিংহের হস্তক্ষম করিয়া দিল সিংহ, গদ্দভকে হস্তক্ষম করিয়া লইয়া, শৃঙ্গালের প্রাণবধ করিয়া, সে দিনের আহার সম্প্রস্ত করিল, গদ্দভকে, পর দিনের আহারের জন্যে, রাখিয়া দিল।

পরের মন্দ করিতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।

হরিণ ও দ্রাক্ষালতা

ব্যাধগণে তাড়াতাড়ি করাতে, এক হরিণ, প্রাণ-ক্ষয়ে পলাইয়া, দ্রাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল,
ব্যাধিতে দৃষ্টি হয়। এই ব্যাধিতে দৃষ্টি হয়।

সর্বস্থা তাহার এই ভয় ও ভবন্দা হইত, পাচ্ছে চোরে ও দম্পতে 
অপর্যাপ্ততা করে। এ ভয়ে, সে বিবেচনা করিল, 
যাহাতে কেহ সন্ধান না পাই, ও চুরি করিতে 
না পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা অবধুক।
অনেক ভাবে চিন্তিয়া, অবশ্যে, সে সর্বস্থা

কৃপণ

এক কৃপণের কিছু সম্পত্তি ছিল। সর্বস্থা তাহার
এই ভয় ও ভবন্দা হইত, পাছে চোরে ও দম্পতে 
অপর্যাপ্ততা করে। এ ভয়ে, সে বিবেচনা করিল, 
যাহাতে কেহ সন্ধান না পাই, ও চুরি করিতে 
না পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা অবধুক।
অনেক ভাবে চিন্তিয়া, অবশ্যে, সে সর্বস্থা

কৃপণ
বেচিয়া কেলিল, এবং, এক ডাল সৌনা কিনিয়া, কোনও নিভৃত স্থানে, মাটিতে পুতিরা রাখিল। কিন্তু, এরূপ করিয়াও, সে নির্ভিকৃত হইতে পারিল না; প্রতিদিন, অবাধে, এক এক বার, সেই স্থানে গিয়া, দেখিয়া আলিত, কেহ, সন্ধান পাইয়া, লইয়া গিয়াছে কি না।

কুমি এভাবে এইরূপ করাতে, তাহার ভুত্তের মনে এই সম্বন্ধে জ্ঞান, হয় ত, ঐ স্থানে প্রভুর গুণ ধন আছে; নতুনা, উনি, প্রতিদিন, এক এক বার, ওখানে যান কেন? পরে, এক দিন, সুষোগ পাইয়া, সেই স্থান খুড়িয়া, সে সৌনার তাল লইয়া পলায়ন করিল। পর দিন, যথা-কালে, কুমি ঐ স্থানে গিয়া দেখিল, কেহ, গর্ত খুড়িয়া, সৌনার তাল লইয়া গিয়াছে। তখন সে সাথে খুড়িয়া, চুল চুড়িয়া, হাঙাকার করিয়া, উচ্ছেং স্বরে, রোদন করিতে লাগিল।

এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অতিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিল, তাই! তুমি, অকারণে, রোদন করিতেছ কেন? এক অস্ত এই স্থানে রাখিয়া দাও; মনে কর,
সিংহ, ভালুক, ও শূগাল

কোনও স্থানে, মৃত হরিণশিশু পতিত দেখিয়া, এক সিংহ ও এক ভালুক, উভয়েই কহিতে লাগিল, এ হরিণশিশু আমার। ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেক ক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই অতিশয় ক্রান্ত ও নিতান্ত নির্জন হইয়া পড়িল; উভয়েরই আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। এই সুযোগ পাইয়া, এক শূগাল আসিয়া, মৃত হরিণশিশু যুধে করিয়া, নির্বিশেষ চলিয়া গেল। তখন তাহারা উভয়ে, আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া,
পীড়িত সিংহ

এক সিংহ, রুদ্ধ ও দুর্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; স্থত্রাং, তাহার আহার-বন্ধ হইয়া আসিল। তখন সে, পর্বতের শুদ্ধর মধ্যে ধাক্কিয়া, এই কথা রটাইয়া দিল, সিংহ অতিশয় পীড়িত হইয়াছে; চলিতে পারে না, উঠিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না। এই সংবাদ, নিকটস্থ পশুদের মধ্যে, গ্রামিত হইলে, তাহারা, একে একে, সিংহকে দেখিতে বাহিতে লাগিল। সিংহ নিঘন্ত নিক্ষেপ হইয়াছে ভাবিয়া, যেখন কোনও পশু নিকটে যায়, অমনি সিংহ, তাহার ঘাড় তাঙ্গিয়া, সচ্ছন্দে আহার করে।

এই রূপে কয়েক দিন গত হইলে, এক শুঙ্গাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত, ওহার ঘাতে উপলব্ধি হইল। সিংহ মথার্থই পীড়িত হইয়াছে, অথবা ছুল করিয়া, নিকটে পাইয়া, পশুগণের প্রাণ-বন্ধ করিতেছে, এ বিষয়ে শূঙ্গালের সম্পূর্ণ সন্ধেষ
ছিল। এএন্তা, সে গুহার প্রবেশ করিয়া,
সিঙ্গহের নিতান্ত নিকটে না। গিয়া, কিঞ্চিৎ হয়ে
থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আপনি কেমন
আছেন? সিঙ্গ, শূরগালকে দেখিয়া, অতিশয়
আছ্রাদেরকাণ করিয়া, কহিল, কে ও, আমার
পরম বন্ধু শূরগাল! আইস, ভাই! আইস; আমি
তাহিরেইছিলাম, ক্রমে ক্রমে, সকল বন্ধুই আমার
দেখিয়া আসিল, পরম বন্ধু শূরগাল আসিল না
কেন? যাহা হউক, ভাই! তুমি যে আসিয়াছ,
ইহাতে, যার পর নাই, আছ্রাদের হইলাম। যদি,
ভাই! আসিয়াছ, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?
নিকটে আইস, দুটা মিষ্ট কথা বল, আমার কর্ণ
শীতল হউক। দেখ, ভাই! আমার শেষ শর্শা
উপস্থিত; আর অধিক দিন বাঁচিব না।

শূন্য, শূরগাল কহিল, মহারাজ! প্রাথমিক
করি, শীত্র সুস্থ হউন। কিন্তু; আমার কর্ণ
করিবেন, আমি আর অধিক নিকটে যাইতে,
আখর। অধিক কর্ণ এখানে থাকিতে, পারিব না।
বলিতে কি, মহারাজ! পদচিক দেখিয়া, প্রথম
বোধ হইতেছে, অনেক পদ এই গুহার মধ্যে
প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু, প্রবেশ করিয়া, কেহ
সিংহ ও তিন রুষ

তিন রুষের পরস্পর অভিভাষণের সম্প্রীতি ছিল। তাহারা নির্দিষ্ট, এক মাঠে, এক সঙ্গে, চরিয়া বেড়াইত। এক সিংহ সর্বদাই এই ইচ্ছা করিত, এই তিন রুষের প্রাণবধ করিয়া, যামস- ভক্ত করিব। কিন্তু, উহারা এমন বলবান ছে, তিন একত্র থাকিলে, সিংহ, আক্রমণ করিয়া, কিন্তু করিতে পারে না। এজন্য, সে যেন যেন বিলোচনা করিল, যাহাতে ইহারা পূর্ণক পৃথক চরে, এমন কোনও উপায় করি। পরে, কোমল করিয়া, সে উহাদের মধ্যে এমন বিরোধ ঘটাইয়া দিল যে, তিনির আর পরস্পর মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত রহিল না। তখন তাহারা, পরস্পর
শৃগাল ও সারস

এক দিবস, এক শৃগাল এক সারসকে বলিল, তাহি! কাল তোমার আয়ার আলায়ে আহার করিতে হইবেক। সারস সম্ভবঃ এ পর দিন, যখাকালে, শৃগালের আলায়ে উপস্থিত, হইল। উপহাস করিয়া, আমোদ করিবার নিমিত্ত, শৃগাল, অন্য কোনও আয়োজন না করিয়া, থালায় কিন্তু বোল চালিয়া, সারসকে আহার করিতে বলিল; এবং আপনিও আহার করিতে বলিল। শৃগাল, জিজ্বা ঘায়া, অনায়াসেই, থালার বোল চাটরা খাইতে লাগিল। কিন্তু, সারসের ঠোট অভিশার সরু ও লম্বা; সতরাং, সে কিছুই আহার করিতে পারিল না, চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। আহারে বসিবার সময়, তাহার স্বরূপ স্বখ্যা ছিল, সেইরূপই রহিল, কিছুমাত্র নিরুদ হইল না।
সারসকে আহারে বিরত দেখিয়া, শৃঙ্গাল কোভেকান্ট করিয়া কহিল, ভাই! তুমি ভাল করিয়া আহার করিলে না; ইহাতে আমি অতিশয় হৃদবিহ্ন হইলাম। বোধ করি, আহারের জন্য সুখদ হয় নাই, ভাই ভাল করিয়া আহার করিলে না। সারস শুনিয়া, উপহাস বুঝিতে পারিয়া, তখন কোনও উক্তি করিল না; কিন্তু, শৃঙ্গালকে জরদ করিবার নিমিত্ত, বাইবার সময় কহিল, ভাই! কাল তোমায়, আমার ওখানে গিয়া, আহার করিতে হইবেক। শৃঙ্গাল সময় হইল।

পর দিন, যথাকালে, শৃঙ্গাল সারসের আলয়ে উপস্থিত হইলে, সারস, এক গলাসরু পাত্রে আহারসামগ্রী রাখিয়া, শৃঙ্গালের সমুদ্রে ধরিল, এবং, আইস, ভাই! ভোজন করি, এই বলিয়া, আহার করিতে বসিল। সারস, আপন সরু লম্বা চোট, অদৃশ্য, পাত্রের মধ্যে এবিষ্ট করিয়া, আহার করিতে লাগিল। কিন্তু, শৃঙ্গাল, কোনও মতে, পাত্রের মধ্যে যুক্ত এবিষ্ট করিতে পারিল না; কেবল, সুখদ ব্যাকুল হইয়া, সেই পাত্রের গাঁথা চাপিতে লাগিল। পরে আহার সমাপ্ত

পারে আমার সমাপ্ত

পারে আমার সমাপ্ত

পারে আমার সমাপ্ত
কথামালা।

হইলে, বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া, সে এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, আমি, কোনও মতে, নারসকে দেব দিতে পারি না। আমি যে পথে চলিয়াছিলাম, নারসও সেই পথে চলিয়াছে।

সিঙ্কহর্ষারূত গর্দভ

এক গর্দভ, সিঙ্কহের চর্মে সর্বা শরীর আলোহ করিয়া, মনে ভাবিল, অতঃপর আমায় কলেই সিংথ মনে করিবেক, কেহই গর্দভ বলিয়া রূঢ়িতে পারিবেক না। অতঃব, আজ অবধি, আমি এই বনে, সিঙ্কহের ন্যায়, আধিপত্য করিব। এই স্থির করিয়া, কোনও জলকে সম্মুখে দেখিলেই, সে চৈত্বকে ও লক্ষ অর্ধ করিয়া ভয় দেখায়। নির্বোধ জলক, তাহাকে সিংথ মনে করিয়া, ভয়ে পালিয়া যায়। এক দিবস, এক শূফালাকে ঐ রূপে ভয় দেখাইলে, সে কহিল, অরে গর্দভ! আমার কাছে তোর চালুকি খাটি-বেক না। আমি যদি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে, সিংথ ভাবিলা, ভয় পাইতাম।
টাক ও পরচ্চলা

এক ব্যক্তির মন্তকের সমূদ্র চুল উঠিয়া গিয়াছিল। সকলকার কাছে, সেরুপ মাথা দেখাইতে, বড় লজ্জা হইত; এজন্য, সে সর্বদা পরচ্চলা পরিয়া থাকিত। এক দিন সে, তিন চারি জন বন্ধুর সহিত, যোড়ায় চড়িয়া, বেড়াইতে গিয়াছিল। যোড়া বেঁচে/দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ ব্যক্তির পরচ্চলা, বাতাসে উড়িয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেল; স্থতরাং, তাহার টাক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সহচরেরা, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাস্যসংবরণ করিলে পারিল না। সে ব্যক্তিও, তাহাদের সঙ্গে, হাস্য করিতে লাগিল, এবং কহিল, যখন আমার আপনার চুল মাথায় রহিল না, তখন পরের চুল আটকাইয়া রাখিতে পারিব, এরূপ প্রত্যাশা করা অম্ভায়।

ঘোড়কের ছায়া

এক ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিল। সে, ঐ ঘোড়া ছাড়া দিয়া, জীবিকানির্বাহ করিত।
খোঁজালো।

প্রায় কালে, এক দিন, কোনও ব্যক্তি, চলিয়া যাইতে যাইতে, অতিশয় রান্না হইয়া, ঐ বোড়া ভাড়া করিল। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি বোড়া হইতে নামিয়া, খানিক বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত, বোড়ার ছায়ায় বসিল। তাহাকে বোড়ার ছায়ায় বসিতে দেখিয়া, মাহার বোড়া, সে কহিল, ভাল, তুমি বোড়ার ছায়ায় বসিবে কেন? বোড়া তোমার নয়; এ আমার বোড়া, আমি উহার ছায়ায় বসিব, তোমায় কখনও বসিতে দিব না। তখন সে ব্যক্তি কহিল, আমি, সম্পূর্ণ দিনের জন্যে, বোড়া ভাড়া করিয়াছি; কেন তুমি আমার উহার ছায়ায় বসিতে দিব না? অপর ব্যক্তি কহিল, তোমাকে বোড়াই ভাড়া দিয়াছি, বোড়ার ছায়া ত ভাড়া দি নাই। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে, বোড়া ছাড়িয়া দিয়া, মারামারি করিতে লাগিল। এই স্থিতিতে, বোড়া বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, আর উহার সন্ধান পাওয়া গেল না।
কথামালা

অখ ও গর্দভ

এক ব্যক্তির একটি অখ ও একটি গর্দভ ছিল। সে, কোনও স্থানে যাইবার সময়, সমুদ্র জুড়ে সামগ্রী গর্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিত, অখ বহু মুলোর বস্ত্র বিলিয়া, তাহার উপর কোনও তার চাপাইত না। এক দিবস, সমুদ্রের ভার বহিয়া যাইতে যাইতে, গর্দভের পীড়া উপস্থিত হইল।

পীড়ার যাতনা ও ভারের আধিক বর্ষং, গর্দভ, অভিশাপ, কাতর হইয়া, অথবা কহিল, দেখ, ভাই। আমি আর এত ভার বহিতে পারিতেছি না; যদি তুমি, দয়া করিয়া, কিরৎ অংশ লও, তাহা হইলে, আমার অনেক পরিত্রাণ হয়, নতুনা আমি মারা পড়ি। অথ কহিল, তুমি ভার বহিতে পার না পার, আমার কি; আমায় তুমি বিরক্ত করিও না; আমি, কখনও, তোমার ভারের অংশ লইব না।

গর্দভ আর কিছুই বলিল না; কিন্তু, ধানিক দুর গিয়া, যেমন মুখ থুরিয়া পড়িল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল। তখন এই ব্যক্তি সেই সমুদয় ভার অথের পৃষ্ঠে চাপাইল, এবং, এই
কথামালা। ৮৫

তারের সঙ্গে, যরা গদ্দর্ভটিও চাপাইয়া দিল। তখন অশ্চ, সমুদয় তার ও যরা গদ্দর্ভ, উভয়ই বহিতে ছিল দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমার যেন মুক্ত মুক্ত নাহার উপযুক্ত কল পাইলাম। তখন যদি এই তারের অঃশ লহিতাম, তাহা হইল, এখন আমার সমুদয় তার ও যরা গদ্দর্ভ বহিতে হইত না।

লবণবাহী বলদ

এক ব্যক্তি লবণের ব্যবসায় করিত। কেনও স্থানে লবণ সম্পূর্ণ বিক্রীত হইতেছে শুনিয়া, সে তথায় উপস্থিত হইল, এবং কিছু লবণ কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া, লইয়া চলিল। পূর্ব পুর্ব বারে, সে যত বোঝাই করিত, এ বারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝাই করিয়াছিল; এজন্য, বলদ অতিশয় কাতর হইয়াছিল।

পথের ধারে এক নালা ছিল। ঐ নালায় অনেক জল থাকিত। নালার উপর এক সঁক
ছিল। সেই সাঁকর উপর দিয়া, সকলে যাতায়াত করিত। বলদ, ইচ্ছা করিয়া, সেই সাঁকর উপর ছইতে, নালায় পড়িয়া গেল। নালায় পড়িয়া যাইয়াতে, অধিকাংশ লবণ, জল লাগিয়া, গলিয়া গেল। বলদের ভারের অনেক লাভ হইল; তখন সে, অকাতরে, চলিয়া যাইতে লাগিল।

ঐ ব্যক্তি, আর এক দিবস, সেই বলদ লইয়া, লবণ কিনিয়া গিয়াছিল। সে দিবসও, ঐ বলদের পৃষ্ঠে অধিক তার চাপাইল; বলদও, পুনরায়, ছাল করিয়া, ঐ নালায় পড়িয়া গেল। ঐই রূপে, দুই দিন, অতিশয় ক্ষতি হইলে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি বুঝিতে পারিল, বলদ, কেবল হৃদতার করিয়া, আমার ক্ষতি করিতেছে; অতএব, ইহাকে হৃদতার প্রতিফল দিতে হইল। ঐই স্থির করিয়া, সে ব্যক্তি, ঐ বলদ লইয়া, তুল কিনিতে গেল; এবং, তুল কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। বলদ, পূর্ববৎ, তার কমাইবার অভিপ্রায়ে, নালায় পড়িয়া গেল।

ব্যবসায়ী ব্যক্তি, পূর্ব পূর্ব বারে, লবণ গলিয়া যাইবার ভয়ে, যত শীত পারে, বলদকে
কথামানা। 

সকল সময়ে এক ফিকির খাটে না। 

হরিণ 

এক হরিণ খালে জলপান করিতে গিয়াছিল। জলপান করিবার সময়ে, জলে তাহার শরীরের প্রতিবিধ পড়িয়াছিল। সেই প্রতিবিধে দৃষ্টিপ্রাপ্ত করিয়া, হরিণ কহিল, আমার শৃঙ্গ যেমন দৃঢ়, তেমনই সুদর্শন; কিন্তু, আমার পা দেখিয়ে অতি কদর্শ ও অকর্ষণ্য। হরিণ, এই রূপে, আপন অবয়বের দোষ ও গুণের বিবেচনা করিতেছে, এমন সময়ে, ব্যাধেরা আসিয়া তাড়া করিল। 

সে, প্রণবভয়ে, এত বেগে পলায়িতে লাগিল যে, ব্যাধেরা অনেক পশ্চাদে পড়িল। কিন্তু, জঙ্গলে প্রবেশ করিবা মাত্র, তাহার শৃঙ্গ লভিয়া
কথামালা।

এমন জড়াইয়া গেল যে, আর সে পলায়ন করিতে পারিল না। তখন ব্যাধেরা আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। হরিণ, এই বলিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, আমি, যে অবয়বকে কদর্য ও অকর্মণ্য স্থির করিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, উহা আমায় শক্রহীন হইতে বঁচাইয়াছিল; কিন্তু, যে অবয়বকে দৃঢ় ও স্বদের বোধ করিয়া, সম্বল হইয়াছিলাম, তাহাই আমার প্রাণনাশের হেতু হইল।

জ্যোতির্বেষ্ট

এক জ্যোতির্বেষ্ট, প্রতিদিন, রাত্রিতে নক্ষত্রদর্শন করিতেন। এক দিন তিনি, আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া, নিবিড় মনে নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে, পথে চলিয়া যাইতেছিলেন; সমুদ্রে এক কূপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া, তাহাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি, কূপে নিঃতত হইয়া, নিঃতান্ত কাতর ছয়, এই বলিয়া লোকদিগকে ডাকিয়ে লাগিলেন, ভাই রে! কে কোথায় আছ, সত্ত্ব আসিয়া, কূপ হইতে উঠাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা
কথামালা।

কর। এক ব্যক্তি, নিকট দিয়া, চলিয়া যাইতে-ছিলেন; তিনি, তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া, কুপের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং, পড়িৱা যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিয়া, সমস্ত অবগত হইয়া, কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! তুমি যে পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে, তাহাজনিতে পার না; কিন্তু, আকাশের কোথায় কি আছে, তাহাজানিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছিলে।

বালকগণ ও ভেকসমূহ

কতকগুলি বালক, এক পুকরিণীর ধারে, খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে, তাহারা দেখিতে পাইল, জলে কতকগুলি ভেক ভালিয়া রহিয়াছে। তাহারা, ভেকদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ডেলা লাগিয়া, কয়েকটি ভেক মরিয়া গেল। তখন একটি ভেক বালকদিগকে কহিল, অচে বালকগণ! তোমরা এ নিষ্ঠুর খেলা ছাড়িয়া দাও। ডেলা ছোড়া তোমাদের পক্ষে খেলা বাটে; কিন্তু, আমাদের পক্ষে প্রাণনাশক হইতেছে।
কথামালা

বাণ্ড ও হাগল

এক বাণ্ড, পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে, দেখিতে পাইল, একটি হাগল, ঐ পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে, চরিতেছে। ঐ স্থানে উঠিয়া, হাগলের পাদপদ্ধার করিয়া, তদীয় রক্ত ও সংস খাওয়া বাণ্ডের পকে সহজ নহে; এজন্য সে, কৌশল করিয়া নীচে নামাইবার নিমিত্ত, কহিল, ভাই হাগল! তুমি ওরূপ উচ্চ স্থানে বেড়াইতেছ কেন? যদি দেবাং পড়িয়া যাও, মরিয়া যাইবে। বিশেষতঃ, নীচের বাস খিড়ি মিষ্টি ও যত কোমল, উপরের বাস তত মিষ্টি ও তত কোমল নয়। অতএব, নামিয়া আইস ।

হাগল কহিল, ভাই বাণ্ড! তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না। আমি রুদ্ধিতে পারিয়াছি, তুমি, আপন আহারের নিমিত্তে, আমায় নীচে যাইতে বলিতেছ, আমার আহারের নিমিত্তে নহে।
কথামালা।

গর্দভ, কুকুট, ও সিংহ

এক গর্দভ ও এক কুকুট, উভয়ে এক স্থানে বাস করিত। এক দিন, ঐ স্থানের নিকট দিয়া, এক সিংহ যাইতেছিল। সিংহ, গর্দভকে পুষ্কায় দেখিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিয়া, মাংসভক্ষণের মানস করিল। গর্দভ, সিংহের অভিগ্রাম রুপিতে পারিয়া, অতিশয় শীত হইল।

এরূপ প্রবাদ আছে, সিংহ, কুকুটের শব্দ শুনিলে, অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং, তৎক্ষণাৎ, সে স্থান হইতে চলিয়া যায়। দৈবযোগে, ঐ সময়ে, কুকুট শব্দ করায় সিংহ, তৎক্ষণাৎ, তথা হইতে চলিয়া গেল। কি কারণে, সিংহ সহসা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে; তাহা রুপিতে না পারি, গর্দভ ভাবিল, সিংহ, আমার ভয়ে, পলায়ন করিতেছে। এই স্থির করিয়া, গর্দভ, আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সিংহের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিংহ করিয়া, এক চপ্টাষাঙ্গে, গর্দভের প্রাণসংহার করিল।

নির্বোধেরা, আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া, মারা পড়ে।
কথামালা।
অশ্ব ও গর্দভ

এক গর্দভ, ভারী বোধাই লইয়া, অতি কষ্টে, চলিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে, এক যুদ্ধের অশ্ব, অতি বেগে, খট্ট খট্ট করিয়া, সেই খান দিয়া চলিয়া যায়। অশ্ব, গর্দভের নিকটবর্তী ছাড়া, কহিল, অরে গাদা! পথ ছাড়িয়া দে; নতুন, এক পদায়াতে, তোর প্রাণসংহার করিব। গর্দভ, তব পাইয়া, তাড়াতাড়ি, পথ ছাড়িয়া দিল; এবং, আপনার হৃদ্যুগ্ম ও অশ্বের সৌভাগ্য ভরিয়া, মনে মনে আতিশয় হৃদয় করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে, ঐ অশ্ব যুদ্ধে গেল। তথায় এমন বিষম আঘাত লাগিল যে, সে, এক বারে, অকর্মণ্য হইয়া গেল; সুতরাং, আর যুদ্ধে যাই-বার উপযুক্ত রহিল না। ইহা দেখিয়া, অবশ্যই উৎসবে কৃষ্ণিকর্মে নিযুক্ত করিয়া দিল।

এক দিন, বেলা হই প্রাঙ্গরের রৌদ্রে, অশ্ব লাঙ্গল বহিতেছে, এমন সময়ে, সেই গর্দভ ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, এবং, অশ্বের ক্রেতামশ দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি অতি মুঢ়,।
একজন তখন, ইহার সৌভাগ্য দেখিয়া, হংস ও ঈশ্বর করিয়াছিলাম। একক্ষণে, ঈহার হরদশা দেখিয়া, চক্ষু জল আইয়ে। আর, এ ও অতি মুহূর্ট, সৌভাগ্যের সময়, গর্বিত হইয়া, অকারণে, আমার অপমান করিয়াছিল। তখন জানিত না যে, সৌভাগ্য চিরহীন নহে। এখন, আমার অপেক্ষাও, ঈহার দুঃখবশ্চ অধিক।

—

সিংহ ও নেকড়ে বাঘ

এক দিন, এক নেকড়ে বাঘ, খোঁকাড় হইতে একটি মেশারক লইয়া, যাইতেছিল। পথিমধ্যে, এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সিংহ, বল পূর্বক, ঐ মেশারক কাড়িয়া লইল। নেকড়ে, কিয়ৎক্ষণ, শুদ্ধ হইয়া রহিল; পরে কহিল, এ অতি অবিচার; তুমি, অস্ত্র করিয়া, আমার বন্দ কাড়িয়া লইলে। সিংহ, শুনিয়া, ঈশ্বর হাম্পে করিয়া, কহিল, তুমি যে রুপ কথা কহিতেছ, তাহা আমার বোধ হইতেছে, তুমি এই মেশারক অস্ত্র করিয়া আন নাই; মেশারক তোমায় উপহার দিয়াছিল।
কথামালা।

রুদ্ধ সিংহ

এক সিংহ, অতিশয় রুদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দূর্বল ও অক্ষম হইয়াছিল। সে, এক দিন, ভুগিতে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশাচ টানিতেছে, এমন সময়ে, এক বনরাঙ্গ তথ্যায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত এই বরাহের বি রোধ ছিল; কিন্তু, সিংহ অতিশয় বলবান বলিয়া, সে কিছুই করিতে পারিত না। এক্ষণে, সিংহের এই অবস্থা দেখিয়া, সে বাচিবার দুষ্টাধাত করিয়া চলিয়া গেল। সিংহের নড়িবার ক্ষমতা ছিল না; স্বতরাং, বরাহের দুষ্টাধাত সহা করিয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এক রোধ তথ্যায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত এই রোধেরও বিরোধ ছিল। এক্ষণে সে, সিংহকে মৃতন্ত্র পতিত দেখিয়া, শৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করিয়া, চলিয়া গেল। সিংহ এ অপমানও সহা করিয়া রহিল।

দেখো দেখি, এক গর্দার ভাবেল, সিংহের যখন বল ও বিক্রম ছিল, তখন আমাদের সকলের উপরেই অত্যাচার করিয়াছে। এখন, সময় পাইয়া, সকলেই সেই অত্যাচারের পরিশোধ
কথামালা

করিতেছে। বরাহ ও রুষ্ঠ, সিংহের অপমান
করিয়া, চলিা গেল; সিংহ কিছুই করিতে
পারিল না। আমি চে সময় পাইয়াছি, ছাড়ি
কেন? এই বলিয়া, সিংহের নিকটে গিয়া, নে
তাহার মুখে পদার্পণ করিল। তখন সিংহ,
আক্ষেপ করিয়া, কহিল, হায়! সময়গুলু, আমার
কি হৃদয়া ঘটিল। যে সকল পশু, আমায়
দেখিলে, ভয়ে কাপিত, তাহারা, অনায়াসে,
আমার অপমান করিতেছে। যাহা হউক, বরাহ
তাহারা এ বলবান জন্তু; তাহারা যে অপমান করিয়া-
ছিল, তাহা আমার, কথঞ্চিৎ, সহা হইয়াছিল।
কিন্তু, সকল পশুর অধম গদ্দিভ আমায়
pদানা করিল, ইহা অপেক্ষা, আমার শত বার
মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল।

মেঘপালক ও নেকড়ে বাণ

এক মেঘপালক, একটি মেঘ কাঁটিয়া, পাক
করিয়া, আত্মীয়দিগের সহিত, আহার ও আমোদ
আক্ষান্দ করিতেছে ; এমন সময়ে, এক নেকড়ে
বাণ, নিকট দিয়া, চলিা যাইতেছিল। সে,
পিপীলিকা ও পারাবত

এক পিপীলিকা, ভৃষ্ণায় কাতের ছইয়া, নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। সে, হঠাৎ জল
পড়িয়া গিয়া, তানিয়া যাইতে লাগিল। এক
পারাবত রুক্ষের শাখায় বসিয়া ছিল। সে, পিপীলিকার এই বিপদ দেখিয়া, গাছের একটি
পাটা তাঙ্গীয়া, জলে কেলিয়া দিল। ঐ পাটা
পিপীলিকার সমুখে পড়াতে, সে তাহার উপর
উঠিয়া বসিল, এবং, পাটা কিনারায় লাগিবার
মাত্র, তীরে উঠিল।

এই রূপে, পারাবতের সাহায্যে, আরও আর পাইয়া, পিপীলিকার মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ
দিতেছে, এমন সময়ে, হঠাৎ দেখিতে পাইল, এক
কাক ও শৃগাল

এক কাক, কোনও স্থান হইতে, এক খণ্ড মাসে শান্তির, বুনিয়ে শাখায় বসিল। সে এ মাসে খাইবার উপকার করিতেছে, এমন সময়, এক শৃগাল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কাকের মুখে মাসখণ্ড দেখিয়া, যেন যেন স্বীয় করিল, কোনও উপায়ে, কাকের মুখ হইতে, ঐ মাসে বাঁধা, আহার করিতে হইবেক। অস্তর, সে কাককে সন্তোষ করিয়া কহিল, তাই কাক!

কুমিল্লা
কথামালা।

আমি তোমার মত সর্কারসহ পাঁচ কর্ণশেখি হাই। কেমন পাখা! কেমন চক্কু! কেমন গোবা। কেমন বঙ্গীয়। কেমন নখরা। দেখ, আই! তোমার দক্ষিন সুদর; আঁখের বিস্তার এই, তুমি বোরা।

কাক, শৃঙ্গারের মুখে এই রূপ শ্রীমাল। শতাধিক, অতিশয় আহ্লাদিত হইল, এবং মনে করিল, শৃঙ্গার ভাবিয়াছে, আমি বোরা। এই সময়ে, যদি আমি শব্দ করি, তাহা হইলে, শাঙ্কল, এক বারে, মোহিত ছইবেক। এই বলিলা, শতাধিক করিলা, কাক বেছেন শব্দ করিতে গেল; কাক মনের মুখচি মাংসগুলি ভাবিতে পাঠিল। শাঙ্কল, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলা, সন্ধ্যাপল ও উঠাইয়া লইল। এবং, মনের মুখে, দাহিতে খাইতে, তথা হইতে চলিয়া গেল।

আমি হইলা, বোরা রহিল।

আপন ইহু সত্য পাই তাহে। তাহার দেহ খোসামোদের করিয়া নাম। আরও মহারাজা খোসামোদের বলিতে হইয়া, তাহাদিগকে শাহার কল্লোগ করিতে হইয়া।